৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২৭ মাঘ – ৪ ফাল্গুন, ১৪২৯ ঃ ১১ ফেব্রুয়ারি – ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 17, 11 February - 17 February, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

কাজের খবর
২এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এ নয় বছর আগে শুরু হওয়া সারদা চিট ফান্ড মামলায় আজও কোনো সুরাহা

পাননি প্রতারিতরা। বহুদিন চুপ করে থেকে ফের একটু নড়ে বসেছে সিবিআই। জানিয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জামিনে থাকা ব্যক্তিদের ফের ডাকা হতে পারে।

রবিবার : নিউ গড়িয়া–রুবি মেট্রো চালু হলে কবি সুভাষ

মেট্রো স্টেশনে মিলে যাবে চলতি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো। তাই হ্যাপা বাড়িয়ে নতুন টোকেন নয়, একই টোকেন বা স্মার্ট কার্ডে যাতায়াত করা যাবে দুটি লাইনেই। ।

সোমবার : যৌথ প্রকল্পের টাকা নিয়ে এ রাজ্যে শুধুই চাপানউতোর।

কেন্দ্র বলে পাঠানো টাকার হিসাব চাই। আবার রাজ্য পাওনা টাকা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করে। এই দ্বন্দ্ব মেটাতে কেন্দ্র এবার কাজ শেষ হওয়ার পর টাকা দেওয়ার নিয়ম চালু করতে চলেছে।

মঙ্গলবার : শীতের ভোরে ঘুমের মধ্যে ভুকম্পনে প্রাণ চলে গেল

তুরস্ক ও সিরিয়া দুই প্রতিবেশীর অগণিত দেশবাসীর। আহত নিহত মিলিয়ে সংখ্যাটা লাখ ছাড়াতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত।

বুধবার : এক এক করে বদলি হয়ে বিশেষজ্ঞ একজনই ছিলেন,

তিনি বদলি হতেই আউটডোরও বন্ধ। বিপাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে আসা কিডনি রোগীরা। সামাল দেওয়া হচ্ছে কোনোরকমে। কে এর পিছনে দায়ী তার উত্তর কে দেবে।

বৃহস্পতিবার : হাওড়া শহরের প্রোমোটারদের কাছে প্রশাসন

খেলার পুতুল মাত্র। শহরের বহুতল নির্মাণ সরেজমিনে দেখতে গিয়ে তেমনই মালুম হল হাওড়া পুরসভার চেয়ারপার্সনের। চারিদিকে শুধু অনিয়মের ছড়াছড়ি।

শুক্রবার : আর রাখ ঢাক গুড়গুড় নয়, এবার বিচারকের

সামনে দাঁড়িয়ে ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র বিকৃতির কথা স্বীকার করে নিল এসএসসি। ফলে এবার বাতিল হয়ে যাবে ৮০৩ জন শিক্ষক ও ২৮২০ জন গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি। ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সমাজে অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলতে চলেছে চাকরি বাতিলের নির্দেশ

কুনাল মালিক

সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯১১ জনের গ্রুপ ডি চাকরি বাতিল হয়ে গেল। শুধু বাতিল নয়, এর সঙ্গে যে সব নির্দেশ বিচারপতি দিয়েছেন তার অভূতপূর্ব প্রভাব পড়তে চলেছে রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থায়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষেতে এসএসসিও তাদের ওয়েবসাইটে ২০১৬ সালের ৩য় আরএলএসটির ১৯১১ জনের সুপারিশপত্র বাতিল করেছে। সঙ্গে তাদের নাম প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ এসএসসিও মেনে নিল নিয়োগের সুপারিশপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এই দুই নির্দেশ মোতাবেক মধ্যশিক্ষা পর্ষদও এক নির্দেশ জারি করে বাতিল হওয়া সুপারিশ পত্রের মারফত দেওয়া নিয়োগও বাতিল করে দিয়েছে। শুধু চাকরি যাওয়াই নয় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পাওয়া বেতনও ইনস্টলমেন্টে ফেরৎ দিতে হবে চাকরি হারানোদের। সেই সঙ্গে আদালত বলেছে তাদের জানাতে হবে চাকরি পেতে তারা কার দ্বারস্থ হয়েছিল, বলা ভালো চাকরি পেতে কাউকে বা কাদের কিছু দিতে হয়েছিল কিনা। যদি তারা এসব জানাতে অস্বীকার করে প্রয়োজনে সিবিআই তাদের কাস্টডিতে নিয়ে জেরাও করতে পারে। সেই সঙ্গে যাদের চাকরি বাতিল হল তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় লাল চিহ্ন পড়ে গেল। তারা কোনো দিন আর সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত যে সময়ে এই

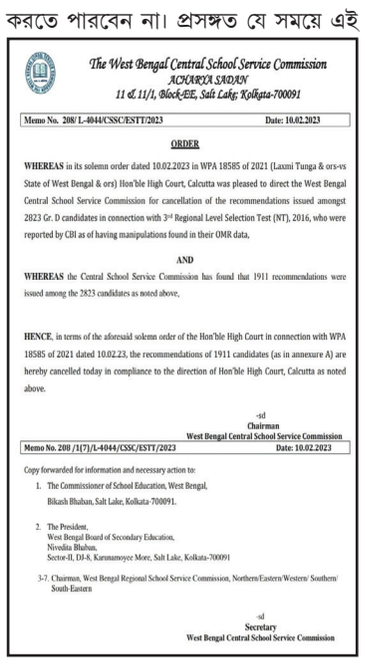

The West Bengal Central School Service Commission
ACHARYA SADAN
11 & 11/1, Block-EE, Salt Lake, Kolkata-700091

Memo No. 208/ L-4044/CSSC/ESTT/2023 Date: 10.02.2023

ORDER

WHEREAS in its solemn order dated 10.02.2023 in WPA 18585 of 2021 (Laxmi Tunga & ors-vs State of West Bengal & ors) Hon'ble High Court, Calcutta was pleased to direct the West Bengal Central School Service Commission for cancellation of the recommendations issued amongst 2823 Gr. D candidates in connection with 3rd Regional Level Selection Test (NT), 2016, who were reported by CBI as of having manipulations found in their OMR data,

AND

WHEREAS the Central School Service Commission has found that 1911 recommendations were issued among the 2823 candidates as noted above,

HENCE, in terms of the aforesaid solemn order of the Hon'ble High Court in connection with WPA 18585 of 2021 dated 10.02.23, the recommendations of 1911 candidates (as in annexure A) are hereby cancelled today in compliance to the direction of Hon'ble High Court, Calcutta as noted above.

-sd
Chairman
West Bengal Central School Service Commission

Memo No. 208 /1(7)/L-4044/CSSC/ESTT/2023 Date: 10.02.2023

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Commissioner of School Education, West Bengal, Bikash Bhaban, Salt Lake, Kolkata-700091.
2. The President, West Bengal Board of Secondary Education, Nivedita Bhaban, Sector-II, DJ-8, Karunamoyee More, Salt Lake, Kolkata-700091
3-7. Chairman, West Bengal Regional School Service Commission, Northern/Eastern/Western/ Southern/ South-Eastern

-sd
Secretary
West Bengal Central School Service Commission

নিয়োগ হয়েছিল সেই সময় এসএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন সুবিরেশ ভট্টাচার্য। যিনি এখন জেল হেফাজতে আছেন। তাকেও এই কেসে পার্টি করার নির্দেশ হয়েছে। তাকেও জানাতে হবে কার নির্দেশে তিনি এই কুকর্ম করেছেন। প্রয়োজনে তার পরিবারের জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এখন অনেকেই বলছেন জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায় ধেড়ে ইঁদুর ধরার ক্ষেত্রে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। আদালত এও বলেছে চাকরি

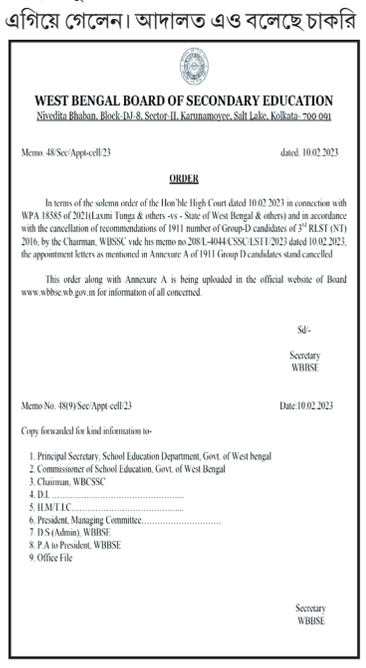

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
Nivedita Bhaban, Block-DJ-8, Sector-II, Karunamoyee, Salt Lake, Kolkata-700 091

Memo. 48/Sec/Appt-cell/23 dated. 10.02.2023

ORDER

In terms of the solemn order of the Hon'ble High Court dated 10.02.2023 in connection with WPA 18585 of 2021(Laxmi Tunga & others -vs - State of West Bengal & others) and in accordance with the cancellation of recommendations of 1911 number of Group-D candidates of 3rd RLST (NT) 2016, by the Chairman, WBSSC vide his memo no.208/L-4044/CSSC/ESTT/2023 dated 10.02.2023, the appointment letters as mentioned in Annexure A of 1911 Group D candidates stand cancelled

This order along with Annexure A is being uploaded in the official website of Board www.wbbse.wb.gov.in for information of all concerned.

Sd/-
Secretary
WBBSE

Memo No. 48(9)/Sec/Appt-cell/23 Date:10.02.2023

Copy forwarded for kind information to-

1. Principal Secretary, School Education Department, Govt. of West bengal
2. Commissioner of School Education, Govt. of West Bengal
3. Chairman, WBCSSC
4. D.I.
5. H.M/T.I.C.
6. President, Managing Committee
7. D.S (Admin), WBBSE
8. P.A to President, WBBSE
9. Office File

Secretary
WBBSE

বাতিল হওয়া শূন্যপদে যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।

এত গেল আইন–কানুনের কথা। কিন্তু এই নির্দেশ বাঙালি সমাজ জীবনে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা ভেবে আকুল সমাজবিজ্ঞানীরা। তাদের মতে এমন ধাক্কা আগে বাঙালি কখনও খায়নি। যাদের চাকরি গেল তারা তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে পাওয়া বেতন মিটিয়ে। এই ১৯১১ জনেই কিন্তু শেষ নয়। এরপর আরও শত শত ভুয়ো নিয়োগ সামনে আসবে। প্রত্যেককেই তাদের ঘটি–বাটি বেচে শুধতে হবে অপরাধের কড়ি। চাকরি পাওয়ার সময় বেশ কিছুটা গেছে। আশা ছিল সারাজীবনে পাওয়া বেতনে তা মিটিয়ে নেবেন। তা তো হলই না, বরং মানসম্মান ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

এরপর রইল অপরাধ কবুলের বিষয়। তাদের বলতে হবে তারা আদৌ টাকা দিয়ে সুপারিশ পত্র পেয়েছিল কিনা। কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। যদি টাকা দিতে হয় কাকে তা দিয়েছিল। না বললে যেতে হবে হেফাজতে। হবে জেরা। এ এক শাঁখের করাতের অবস্থা। না বললে সিবিআই ছাড়বে না। বললে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সম্ভাবনা। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এদের পরিবারেরও নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে প্রশাসনকে। আজকের ঐতিহাসিক নির্দেশ যেভাবে বাঙলার শিক্ষা দুর্নীতিকে বেআব্রু করে দিল তাতে আগামী দিনে বাঙালি সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এরপর রয়েছে শিক্ষার বাকিটা, গরুপাচার, কয়লা পাচার, বালি পাচারের মামলা। সামনে বিশাল খাদ অপেক্ষা করছে মেধাবী, সংস্কৃতিবান বাঙালির জন্য।

অবহেলায় রবীন্দ্র পার্ক

বিবেকানন্দ মিত্র

রাস্তার দুই ধারে বহুতল বাড়ি। কিন্তু রবীন্দ্র পার্কটির দশা একবারে বেহাল। ২৫ বছর আগে একটি ডোবা ভরাট করে পার্ক টি তৈরি হয়েছিল। উদ্বোধন হয়েছিল ২০০০ সালে ৩০ জানুয়ারি। কিন্তু এখন পার্ক টি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ভিতরে বাচ্চাদের

খেলার সরাঞ্জাম গুলি পলাস্তোরা চটে ব্যবহারের। লোহার তৈরি সরাঞ্জাম গুলি জং ধরে গেছে। রং নষ্ট হয়ে গেছে গোটা পার্কটির। এর উপর আবার আসে পাশের মানুষ জন দড়ি টাঙিয়ে জামা কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। পার্কের আসে পাশে দোকান তৈরি করে পার্ক এর ভিতরে আলো বাতাস যাবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার সবচেয়ে প্রাচীন পার্ক এটি। তার এমন বেহাল দশা দেখেও পৌরসভা উদাসীন। শোনা যাচ্ছে পার্ক এর জায়গা উঁচু করে আবার নুতন ভাবে পুনঃনির্মাণ হবে। অঞ্চল এর মানুষ জানালেন এভাবে আর কত দিন পরে থাকবে সেটাই দেখার।

পঞ্চায়েতে প্রভাব ফেলবে মতুয়া বিক্ষোভ

কল্যাণ রায়চৌধুরী ও শ্যামল মুখার্জি

সামনেই রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার ঠিক প্রাক্কালে সাম্প্রতিক গাজোলের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে কথা প্রসঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবক্তা হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামোল্লেখে ভুল করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ভুল নামোল্লেখ সমগ্র মতুয়া সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়। রাজ্য জুড়ে শুরু হয় মতুয়াদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর চব্বিশ পরগণার সদর শহর বারাসত থানার সামনের রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন মতুয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার ভক্তরা। তাদের একটাই দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে ঠাকুরনগরে এসে তার ভুল নামোল্লেখের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। ভোট একবার নয়, বার বার আসবে। এমন কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় মতুয়া নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে। তারা এও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা না চাইলে এই আন্দোলন কালীঘাট থেকে নবান্ন হয়ে সমগ্র রাজ্য ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সহ সম্পাদক অনির্বাণ হালদার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে ভগবান গুরুচাঁদকে গরুচাঁদ বলেছেন। তার এই ভুল বলার জন্যে তাকে ঠাকুরনগর এসে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। উনি নানা জায়গায় তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন। মাস দুয়েক আগে আজমেঢ়

কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে সংগঠনের সদস্যরা। ছবি : অরুণ লোধ

শরীফেও গেছেন।। তীর্থস্থান ঠাকুরনগরেও এসেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে আর আসছেন না। মতুয়া ভক্তরা রাস্তায় আন্দোলন করছে দেখেও মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্য সচিব এমনকি তার কোনও ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তরফ থেকে এখনও এ বিষয়ে কোনও দুঃখ প্রকাশ করেননি। কোনও লিখিত বক্তব্যও পেশ করেননি। ওনার এহেন পক্ষপাতিত্ব সুলভ আচরণের বিরোধিতা মতুয়ারা করবে। অন্যান্য তীর্থের পাশাপাশি ঠাকুরনগরকেও মনে রাখতে হবে। না হলে এই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়বে রাজ্যের সর্বত্র।' মতুয়া মহাসঙ্ঘের জনৈক সদস্য দীপঙ্কর সরকার বলেন, 'আমাদের দাবি একটাই, মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হোক, হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে যেভাবে অপমান করেছেন, সেজন্য তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। আর তাকা হল প্রশাসনের একটা অঙ্গ এবং মুখ্যমন্ত্রী পাশাপাশি পুলিশমন্ত্রীও তাই আমরা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে এই বার্তা দিতে চাই।'

সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এমনইতেই তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের একটা অবশ্যই আছে ভুলভাল কথা বলা। সেরকমই ভুল বলতে বলতে এমন ভুল বলেছেন, যা সংশোধনের অযোগ্য। হরিচাঁদ ঠাকুরকে বলেছেন রঘুচাঁদ ঠাকুর। এই ভুলটাকে মানিয়ে নেওয়া গেলেও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গরুচাঁদ বলে উল্লেখ করা তো সংশোধনের অযোগ্য। আর এই কথাটা তিনি একাধিকবার বলেছেন। কোনও মানুষের নাম কি গরুচাঁদ হয়। এরপরও তাকে অনেক সময় দেওয়া হলেও তিনি আজ পর্যন্ত ভুল স্বীকার না করায় এটাকে তার ইচ্ছাকৃত বলেই মনে করা হচ্ছে। এজন্যেই আন্দোলন। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীরতো মনে থাকা দরকার, ২০০৯ সালে ওই চরণেই মাথা রেখে তো তিনি জয় পেতে শুরু করেছেন। সে সময় বড় মা বীণাপানি দেবীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী দেখার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে সমস্ত মতুয়ারা একজোট হয়ে ভোট দিয়েছিলেন তৃণমূলের পক্ষে। যার ফলস্বরূপ ২০১১ সালে বাংলায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে এত বর একটা ভুল করেন। আর ভুল করার পরেও এখনও পর্যন্ত নীরব রয়েছেন। ফলে এটা ভুল না ইচ্ছাকৃত এটা নিয়ে একটা শংসয় তৈরি হচ্ছে মতুয়া জনমানসে। আমাদের তো কারও দাসত্ব করার জন্য এরপর পাঁচের পাতায়

পর্যটন ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরতে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত বজবজ–২ নম্বর ব্লক পর্যটন মানচিত্রে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে। প্রসঙ্গত ব্লকের বিডিও নবকুমার দাসের ঐকান্তিক উদ্যোগে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে পর্যটন ক্ষেত্রগুলি। বাওয়ালীতে প্রাচীন মণ্ডল জমিদারদের রাজবাড়ি এখন

দেশ বিদেশের পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে। পাশেই গড়ে উঠছে বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবন। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলির দ্রুত সংস্কার হচ্ছে। এছাড়াও বাওয়ালীর নানা প্রান্তে আছে মণ্ডল জমিদারদের নানা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সম্ভার। বড় পুলে গড়ে উঠেছে বাওয়ালী ফার্ম হাউস। সাতগাছিয়াতে আরশিনগর শিল্পগ্রামেও প্রচুর পর্যটক আসছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি বিশালাক্ষীতলার আগে তৈরি করেছে প্রকৃতির পাঠশালা এবং বুড়ুলে পার্ক অ্যান্ড রিসর্টও নির্মাণ হয়েছে। হুগলি

বজবজ–২

নদী তীরবর্তী জায়গাতেও প্রচুর রিসর্ট ও বাগানবাড়িতে পর্যটকরা আসছেন। মুচিশাতে আছে পৃথিবী বিখ্যাত নার্শারী শিল্প। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস জানালেন, খুব শীঘ্রই শিক্ষিত যুবক–যুবতীদের গাইডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর ফলে পর্যটকদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি কর্মসংস্থানও হবে। পর্যটন দপ্তরকে বজবজ–২ এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার সূচনা

উজ্জ্বল সরদার : বিশ্বায়নের গতিতে অত্যাধুনিক অগ্রগতির এই সময়ে আমরা নিত্য হারিয়ে ফেলছি আমাদের বহুবিধ জিনিসপত্র। বর্তমান প্রজন্ম যেমন দেখতে আর চিনতে পারছে না আমাদের অতীতের অনেক কিছুই, তেমনি আগামী প্রজন্মও চিনবে না অনেক কিছুই। নিজেদের অতীত তার প্রত্যক্ষ স্মৃতি নিদর্শনের অনুপস্থিতিতে আমাদের কাছেই কেবলই বিবরণীয় ছবি হয়ে উঠছে। সংগ্রহে বাতিক দাদু দেবেন্দ্রনাথ পাণ্ডা থেকে বাবা তারাপদ পাণ্ডা হয়ে সঞ্চারিত হয়ে অপূর্ব পাণ্ডা তার প্রয়াত পিতার উৎসাহে, পরিবারের উদ্যোগে ও সমমানসিকতার কিছু অগ্রজ ও অনুজ বন্ধুর সহায়তায় বস্তুগত অতীতকে আংশিকরূপে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের প্রয়াস রূপেই কলকাতার গড়িয়ায় নিউ সোনালী পার্কের পাশে শুরু করলেন তারার ছায়ায়– 'স্মৃতি সংগ্রহশালা'। সংগ্রহ বিষয়ে অপূর্বকুমার পাণ্ডার লক্ষ্য ছিল অবিভক্ত বাঙলার মধ্যবিত্ত বাঙালির দৈনন্দিন সমস্ত সীমিত আকারের ব্যবহার্য, যা আজ স্মৃতির সরণীতে চলে গেছে বা যেতে বসেছে, সেগুলির একটি

সংগ্রহ। ২০১১ সালের ৯ নভেম্বর তিনি প্রথম যাদবপুর অঞ্চলে, নিজের আত্মীয়বন্ধু, ফেরিওয়ালা, পরিচিতজনদের থেকে পাওয়া সংগ্রহ নিয়ে এটি শুরু করেন। দিনে দিনে তার সংগ্রহ বেড়েছে, স্থানও ছোটো হয়েছে তুলনায়। এরপর তিনি নবরূপে গড়িয়াতে এই বাড়ি তৈরি করে সূচনা করলেন এমন চোখ ধাঁধানো সংগ্রহশালার। এই সংগ্রহশালার একেবারে নীচের তলায় দুষ্প্রাপ্য বই, পত্র–পত্রিকার একটি গ্রন্থাগার। এরপর পোর্সেলিনের পুতুলের সমাহার। বাড়ির পরবর্তী দুটি তলে পিতল কাঁসার পূজার সরঞ্জাম, অতীত দিনের খেলনা, কালি–কলম–পড়াশুনা সংক্রান্ত দ্রব্য, বাসনপত্র, রেডিও, টেপ, টেলিফোন, ক্যামেরা, এরপর পাঁচের পাতায়

উপেক্ষা স্বত্বেও ঐতিহ্যের বহুরূপী পেশাকে বাঁচাতে তৎপর অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালি সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু'র তিনটি বই অমানুষ, অনুসন্ধান, অন্যায় অবিচার। সিনেমা জগতে আজও আধিপত্য বিস্তার করলেও তিনি কিন্তু বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন।

আবার অমানুষ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বাঙালী বহুরুপী অভিনেতা অধীর নস্কর ওরফে কুমার অভিজিৎ। আজ তিনিও উপেক্ষিত। সত্তর ছুঁইছুই অভিজিৎ লুপ্তপ্রায় বহুরুপী' শিল্পসত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কে এই অভিজিৎ? জানার জন্য বেশ কয়েক যুগ পিছিয়ে যেতে হবে। দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকার হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের পাঁচঘড়া (বুড়িগঙ্গা) এলাকার জমিদার সুধীর নস্কর।

তাঁর স্ত্রী ঝড়িবালা নস্কর। জমিদার দম্পতির ৩ কন্যা ও ৮ পুত্র সন্তান। ১৯৫৫ সালে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথির মঙ্গলবার রাতে ভুমিষ্ট হয় অষ্টম গর্ভের সন্তান অধীর ওরফে অভিজিৎ। সকল ভাইবোনের থেকে একটু জেদি ছিলেন অধীর। পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন। স্থানীয় রামচন্দ্রপুর প্রাইমারী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিবদাস আচার্য হাইস্কুলে ভর্তি হন। তকালীন সময়ে নস্কর পরিবারে জমিদারী প্রথা অবলুপ্তি হয়ে যায়। মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হলেও আর্থিক সমস্যার কারণেই পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। একদা বাধ্য হয়েই পড়াশোনাকে বিদায় জানাতে হয়। পরবর্তীতে সংসারের হাল ধরার জন্য অভিনয় শুরু করেন পাড়ার যাত্রাদলে। পরবর্তী সময় ভালো অভিনয় করার সুবাদে কলকাতার যাত্রাপাড়ায় ডাক পড়ে। প্রথম পেশাদারী অভিনেতা হিসাবে নিউ গণেশ অপেরা'র ভুলি নাই' যাত্রাপালায় অভিনয় করেন। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তবে সেই সময় জীবনে এক বড় পরিবর্তন হয় অধীরের। মায়ের দেওয়া নাম অধীর' পরিবর্তন করে যাত্রাপালার মালিক নাম দেয় কুমার অভিজিৎ। সেই থেকেই কুমার অভিজিৎ নামেই সর্বত্র পরিচিত। পরে যাত্রা জগতে 'কোঁচ বরণ কন্যা', 'চাঁপা ডাঙার বৌ', 'ইতিহাসের এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 17, 11 February - 17 February, 2023

উত্তরের আঙিনায়

আবর্জনামুক্ত পরিবেশ গড়ব : গৌতম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫,৭ এবং ৯ নং ওয়ার্ডের জমা আবর্জনা এবং নিকাশি ব্যবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং এম এম আই সি মানিক দে। মেয়র গৌতম দেব জানালেন আমাদের লক্ষ্য শিলিগুড়িকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা। শিলিগুড়িতে আবর্জনা নিয়ে মানুষের বিস্তর অভিযোগ। তাই বাড়তি লোক নিযুক্ত করতে হচ্ছে। আমাদের একটাই লক্ষ্য এখন কিভাবে শিলিগুড়িকে জঞ্জালমুক্ত করে রাখা যায়। এদিন মেয়রকে দেখতে পেয়ে এলাকার সব বাসিন্দা বাইরে চলে আসেন। তারা অভিযোগ জানান কিছুতেই জঞ্জাল মুক্ত রাখা যাচ্ছে না এলাকায়। মেয়র তাদের জানান আগামী একমাসের মধ্যে শিলিগুড়িকে সম্পূর্ণ আবর্জনা মুক্ত করা হবে। এরজন্য নতুনভাবে সাজানো হবে জঞ্জাল পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি। জঞ্জাল অপসারন এর এম এম আই সি মানিক দে জানান আমরা চেষ্টা করছি শিলিগুড়িকে জঞ্জালমুক্ত করতে। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি এই কাজ করে উঠতে পারি।

রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো আজ, এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এই হাসপাতালে অনেকে চিকিৎসা করাতে আসেন। বিভিন্ন সময় চুরির ঘটনা ঘটে এখানে। তাছাড়া হাসপাতালের ভিতরে অবৈধভাবে দোকান করার অভিযোগ উঠেছে। অনেক সময় দু ধরনের রোগে আক্রান্ত রোগীদের স্থান হচ্ছে একই বিছানায়। মেয়র এদিন জানান তিনি ডাক্তারদের অনুরোধ করেছেন রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সব রকম সুবিধা যেন পায়। শিলিগুড়ি পুরসভা সবসময় পাশে আছে জানালেন মেয়র।

দার্জিলিং এ হাইড্রোজেন চালিত টয় ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : টয়ট্রেন মানে একরাশ রোমাঞ্চ। গোটা দেশে মাত্র দুই জায়গায় চলে টয়ট্রেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শহর দার্জিলিং। টয় ট্রেন করে দার্জিলিং ভ্রমণের মজাটাই আলাদা। প্রতিবছর এই টয় ট্রেন চেপে দার্জিলিং ভ্রমণ করতে প্রচুর পর্যটক এসে থাকেন। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথে টয়ট্রেন করে দার্জিলিং সফরের অনুভূতি আলাদা। বুধবার কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দেশে দেশের মধ্যে হাইড্রোজেন চলবার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, এবছরের শেষের দিকে দেশে গড়াতে পারে হাইড্রোজেন ট্রেনের চাকা। প্রথম পর্যায়ে মাউন্টেন নীলগিরিতে চালানো হতে পারে হাইড্রোজেন ট্রেন। পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো দার্জিলিঙে চলবে হাইড্রোজেন ট্রেন। এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তাহলে কী বদলে যেতে চলেছে টয় ট্রেনের আদল। এদিকে, পর্যটকদের মনে আরো একটা কৌতুহল দেখা দিচ্ছে এব্যাপারে।

স্কুলে ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ ফেব্রুয়ারি শুভমায়া স্কুলে লায়ন্স ক্লাব শিলিগুড়ির উদ্যোগে ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হল। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এবং জেলাশাসক এস পানবালম এই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। এই ঠান্ডা পানীয় জল আপাতত এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই পাবেন। লায়ন্স ক্লাব শিলিগুড়ির ডিরেক্টর এবং গর্ভনিং বোর্ড অফ আডমিনিস্ট্রেটারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঠান্ডা জল বিতরণ করেন লায়ন্স ক্লাবের সকল সদস্যরা। জানা গেছে এবার থেকে শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি স্কুল সে বাংলা মাধ্যম হোক কিংবা ইংরেজী পানীয় জলের ব্যবস্থা করাই থাকবে। শুধুমাত্র তাই নয় পথচারী যারা স্কুলের পাশ দিয়ে যান তারাও পানীয় জল খাবার জন্য স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকে যেতে পারবেন। আগামী এক বছরের মধ্যে শিলিগুড়ির পঞ্চাশ শতাংশ স্কুলে লায়ন্স ক্লাব এর তরফ থেকে পৌছে দেওয়া হবে পানীয় জল। এই পানীয় জলের জন্য যে খরচ হবে শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত তার খরচ করবে লায়ন ক্লাব শিলিগুড়ি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জল নিয়ে আসা এক সমস্যা, কিংবা তারা সারাদিনের জন্য প্রয়োজনীয় জল আনতে পারেন না। তাদের কথা ভেবেই এই চিন্তা করে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে জানান জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে উন্নয়নমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী এবং জেলা সভাপতির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ছিলেন পাহাড়ের বিধায়ক শান্তা ছেত্রী এবং দোলা সেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য অনেক পরিকল্পনা করেছেন। আমাদের লক্ষ্য সেই সব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা। এখানে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা একেবারেই জানেন না মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কী কী প্রকল্প শুরু করেছেন এবং কারা কীভাবে এসব প্রকল্পের সুযোগ এবং সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে এই সব প্রকল্পের সুযোগ এবং সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে তারা এই ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানান, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনদরদী তাই তিনি সবসময় মানুষের কল্যাণের কথাই চিন্তা করেন। কিন্তু মানুষ যদি না জানতে পারে তবে মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা সফল হবে না। আমাদের দলের সমস্ত নেতা এবং নেত্রীকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে মানুষের মধ্যে এই ধরনের প্রকল্পের সুযোগ এবং সুবিধা চলে আসে। একইভাবে সহমত পোষণ করেন দোলা সেন (আই এন টি টি ইউ সির নেত্রী)। মানুষের কাছে এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা করে দিতে হবে এই মতামত দেন সবাই।

পাচারের আগে উদ্ধার টিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাচারের আগে উদ্ধার টিয়া পাখি। বৈকণ্ঠপুর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বনদপ্তর শিলিগুড়ি নৌকাঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে টিয়া পাখি ও গ্রেপ্তার করা হয়। গোপাল কুন্ডু নামে এক যুবককে। প্রসঙ্গত, ওই যুবক পাখি স্মাগলার বলে জানা গেছে। ওই যুবক শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকা থেকে টিয়া পাখি ধরে পাচার করতো। বনদপ্তর তরফে জানানো হয়েছে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৈকুণ্ঠপুর বনদপ্তর রেঞ্জের একটি দল শিলিগুড়ি নৌকাঘাট এলাকায় অভিযান চালায়। তার কাছ থেকে প্রথমে ১২ টিয়া উদ্ধার করা হয়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরো বেশ কিছু টিয়া পাখি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ওই যুবককে আদালতে পাঠানো হয়। টিয়া পাচারের সঙ্গে আরো অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া টিয়াগুলিকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে, সেখানে তাদের চিকিৎসা করবার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ ফেব্রুয়ারি– ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মেষ রাশি : অর্থহানির বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। পারিবারিক ব্যাপারে গুরুজনদের পরামর্শ। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা সাফল্য এবং মান সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা লাভ। বিবাহে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওং কেতবে নমঃ' পাঠ করুন ২১ বার।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য এলেও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জোরে যে কোনো কার্য সম্পাদনে মান–সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দুর্গা পুজো করুন।

মিথুন রাশি : বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের উচ্চশিক্ষা সাফল্যে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ঋণে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শত্রু নিধন। তীর্থস্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা। ধর্মে কর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ওঁ বুধায় নমঃ (৪১ বার) জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা ও ঋণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। আবেগ প্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ হয়েছে। জমি–জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তি কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : শুক্রবার, লক্ষ্মী পুজো করুন।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। অকারণে মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান।

প্রতিকার : রোজ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : হস্তশিল্প বা সৃষ্টিশীল কর্মে উপার্জনের সম্ভাবনা। সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহুর পুজো করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি, এমনকি সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিবারের সকলকে নিয়ে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ও কেতবে নমঃ (৪১ বার) পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের ইঙ্গিত। কর্মোন্নতিতে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কার্যোদ্ধার। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সুফল লাভে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশমন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

ধনু রাশি : কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন, বৃদ্ধির সুযোগ আসতে পরে। কোনো অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকুন। সন্তানের ব্যবহারে মনোকষ্ট। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : বৃদ্ধদের সেবা করুন।

মকর রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জনের সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধি। সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ। ধর্মাচরণে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ও নমো নারায়াণায়ন নম ৪১ বার জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক কোনো পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভ। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা। আর্থিক অপব্যয় বৃদ্ধি। ধর্মে কর্মে মতি বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিবন্ধীদের শনিবার দইভাত খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ সাফল্যের সম্ভাবনা। স্বজন বিরোধী মনোভাবের দরুন সম্পর্কের অবনতি। দাম্পত্য সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা কালীর পুজো করুন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নাম পরিবর্তন

ইংরাজী ২৭/১২/২০২২ তারিখ থেকে মহামান্য 1st Class Judicial Magistrate এফিডেফিট বলে Sk Rasidul S/o Sk Raup থেকে Sk Rasidul S/o Sk Rauf নামে পরিচিত হলাম।

রাজ্যস্বাস্থ্যদফতরে ২৩৮ স্বাস্থ্যকর্মী

কাজের খবর

৯ নার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট

শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি স্টাফ নার্স ও কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৯২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : স্টাফ নার্স (এস. এম. সি.) : জিএনএম কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বিএসসি নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ২২টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি ২, ও বি সি–বি ক্যাটেগরি ২)।

স্টাফ নার্স (এন.ইউ.এইচ.এম): জিএনএম কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বিএসসি নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি ১)।কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবান (এনইউএইচএম) : রাজ্য নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এএনএম বা জিএনএম কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকলে যোগ্য। মালদা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪৪টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৬, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ৪)।

কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট–আরবার (এসএমসি) : রাজ্য নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এএনএম বা জিএনএম কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকলে যোগ্য। মালদা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪৪টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২)। সব ক্ষেত্রে বয়স গুনতে হবে ১–১–২০২৩'র হিসাবে। তপশিলী, ওবিসি'রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের মেমো নং : 196/DH & FWS/SLG/23, dated 31.01.2023. প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই ঠিকানায় : Office of the Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & District Health & Family Welfare Samiti, Siliguri Mahakuma Parishad Building (2nd Floor), Hakimpara, Landmark Near Bhutia Market, Siliguri 734 001. তখন সঙ্গে নিয়ে যাবে যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল আর পূরণ করা দরখাস্তের ফর্ম। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbhealth.gov.in, www.darjeeling.gov. in

১৪৬ ইন্সট্রাক্টর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক 'ক্লিনিক্যাল ইন্সট্রাক্টর' পদে ১৪৬ জন ছেলে মেয়ে নিচ্ছে। নার্সিংয়ের এমএসসি কোর্স পাশরা যোগ্য। নার্সিংয়ের বিএসসি কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ জেনারেল সার্ভিস বা পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং সার্ভিসে অন্তত ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৩ এর হিসাবে ৫০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৩৫,৮০০–৯২,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৪৬টি (জেনাঃ ৭৭, তঃ জা ৩২, তঃ উঃ জাঃ ৯, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি ১৫, ও বি সি–বি ক্যাটেগরি ৯, প্রতিবন্ধী ৪)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : R/Clinical Instructor –Lateral, GCON/1/2023, Dated : 31.01.2023. প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। তারপর হবে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhrb.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়া পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ২১০ টাকা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন জিআরপিএস–এ এই শিরোনামে : GRPS (Govt. Receipt Portal System). Govt of West Bengal at the Government Receipt Head Of Account : '0051–00–104–002–16' তপশিলীদের ফী লাগবে না। এরপর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

১১৬ ইঞ্জিনিয়ার

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড 'গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি' পদে ১১৬ জন লোক নিচ্ছে। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিংয়ে সময় স্টাইপেন্ড মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৮৬টি। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস : সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও বি সি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩০টি। সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–২–২০২৩'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বসে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে জানুয়ারিতে। প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এই ওয়েবসাইটে : http://portal.mhrdnats.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়া পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান (৪০ কে বি'র বেশি হবে না, এর মধ্যে ফটো ৩০ কেবি ও সিগনেচার ১০ কেবি হতে হবে) করে নিয়ে যাবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৩৪ অ্যাপ্রেন্টিস

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজোন এর অধীনে ৩৪ জন অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস : পলিটেকনিক থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল মেকানিক্যাল, মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি, মডার্ন আইফস প্র্যাকটিস/অফিস ম্যানেজমেন্ট ট্রেডের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ৮০০০ টাকা। শূন্যপদ ১৬টি। এর মধ্যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ৩টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ১টি, মেকানিক্যাল ১টি, মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি ৪টি, মডার্ন অফিস প্র্যাক্টিস/অফিস ম্যানেজমেন্ট ১১টি। স্টাইপেন্ড মাসে ৯০০০ টাকা। সব ক্ষেত্রে তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। ১২ মাসের ট্রেনিং। এইপদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : INMAS/HRD/APPR–01/2023–24. প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ট্রেডের নাম নথিভুক্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : www.mhrdnats.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। যাবতীয় তথ্য এই ওয়েবসাইটে দিয়ে আর স্ক্যান করা প্ররমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্টেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

শব্দবার্তা ২৩৫

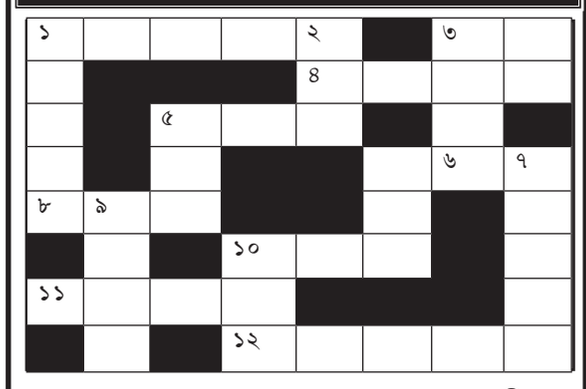

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যে গৃহে আনন্দ বিরাজ করে ৪। বয়োকনিষ্ঠ ৫। পর্বতের গুহা ৬। যুদ্ধ ৮। উদ্ধারকারী, রক্ষক ১০। হৃদয় ১১। বিষ্ণু, হরি ১২। সর্বসাধারণের রানাঘর।

উপর–নীচ

১। অজানা তথ্যাদি পরিবেষণ ২। শ্রমিক ৩। প্রস্তাব ৫। সোনা, হেম ৬। জেলার প্রধান নগর ৭। হাস্যরসাত্মক রচনা ৯। মীমাংসা বা নিষ্পত্তির দলিল ১০। অগ্নি।

সমাধান : ২৩৪

পাশাপাশি : ১। আঁচল ৩। পরগণা ৫। রাজ ৬। অবলা ৭। লটারি ৯। ফিনকি ১১। পতাকা ১৩। ছল ১৪। সুখরবি ১৫। ফতোয়া।

উপরনীচ : ২। চলাচল ৩। পদ ৪। গরিব ৫। বাঁখারি ৬। অজীণ ৮। টাটকা ৯। কিচেন ১০। কিলগুঁতো ১২। তারিখ ১৩। ছবি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ট্রেন থেকে মহিলার দুল ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে এক মহিলার কান ছিঁড়ে সোনার দুল নিয়ে পালাল দুষ্কৃতি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশনে। ঘটনায় ট্রেনের কামরায় অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং জিআরপিতে অভিযোগ জানিয়েছেন মহিলা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং জিআরপি।

জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কচুখালির বাসিন্দা গৃহবধূ অশ্রুকণা মণ্ডল। তাঁর এক সন্তান সোনারপুর এলাকায় থেকে পড়াশোনা করে। ছেলে অসুস্থ হওয়ায় পুকুরের কই মাছ নিয়ে ছেলের কাছে গিয়েছিলেন সোমবার। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে অঞ্জু মণ্ডল ও শ্বশুর দুলাল চন্দ্র মণ্ডল। বুধবার সকালে সোনারপুর স্টেশন থেকে ক্যানিং ট্রেনে চেপে ফিরছিলেন তাঁরা। অভিযোগ ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই এক দুষ্কৃতি অশ্রুকণার ডান কান ছিঁড়ে সোনার দুল নিয়ে চম্পট দেয়। রক্ত ঝরতে থাকে বধূর কান থেকে। ঘটনায় চলন্ত ট্রেনের কামরায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে ট্রেনটি ক্যানিং স্টেশন আসলে সেখানে জিআরপি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। বধূর শ্বশুর ও মেয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বধূ।

নির্মাণ সংস্থায় চুরি, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংস্থার ৪ নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কন্টেনারের মধ্যে থাকা যন্ত্রপাতি ও নির্মাণের প্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকের সংযোগকারী ব্রিজের কাজ চলছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। এরইমধ্যেই নির্মাণকারী সংস্থায় দুষ্কৃতীর তাণ্ডবের অভিযোগ উঠল। যন্ত্রাংশ লুঠপাট থেকে মারধর বাদ যায়নি কোনো কিছুই। এই ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন শ্রমিক থেকে নিরাপত্তারক্ষীরা। ক্যানিং বাজারের অদূরে এমন ঘটনায় কার্যত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েত ও ক্যানিং–২ ব্লকের তাম্বুলদহ গ্রামপঞ্চায়েতের মাঝে মাতলা নদী। সেই নদীর উপর ব্রিজ করে দুই ব্লক যুক্ত করার কাজ চলছে। এই ব্রিজ তৈরি হলে কয়েক হাজার মানুষের উপকার হবে। প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর এই কাজ করাচ্ছে।

কিন্তু অভিযোগ, এই ব্রিজের ঢালাইয়ের কাজ যখন শেষ পর্যায়ে, তখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে। ওই নির্মাণকারী সংস্থার অভিযোগ, চলতি মাসের ২৪ তারিখ গভীর রাতে ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় প্রায় ১০–১২ জনের একটি দুষ্কৃতী দল আগ্নেয়াস্ত্র ও গাড়ি নিয়ে সেখানে হামলা চালায়। প্রথমে জেনরেটরের আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর নিরাপত্তা রক্ষীদের বেঁধে ফেলে বলে অভিযোগে। সংস্থায় থাকা ৪জন নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করার পর সংস্থার কন্টেনারের মধ্যে থাকা যন্ত্রপাতি ও নির্মাণের প্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় সংস্থার পক্ষ থেকে ক্যানিং থানায় অভিযোগও জানানো হয় মঙ্গলবার। ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

৪ টি বাঘরোল শাবক ও ৩ টি পেঁচা উদ্ধার বনদফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : একটি কিংবা দুটি নয়। একেবারেই চার চারটি বাঘরোল শাবক ও ৩টি লক্ষ্মী পেঁচা শাবক উদ্ধার করে বনদফতরের হাতে তুলে দিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা আসমত মোল্লা সোমবার সকালে নিজের ঘরে মেরামতির কাজ করছিলেন। সেই সময় তার নিজের গোয়াল ঘরের মধ্যে বাঘরোল শাবকের কান্নার শব্দ শুনতে পায়। গোয়াল ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ে চার চারটি বাঘরোল শাবক কাঁদছে। শাবকগুলো নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। পরে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সিরাজ ঘরামীকে ঘটনার কথা জানায়। ঘটনা শুনে বনদফতরের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এরপর তিনি বনদফতরের হাতে সেই বাঘরোলদের তুলে দেন। অন্যদিকে, এদিন সকালে হাটপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা সোহরাব ঘরামীর ঘর থেকে উদ্ধার হয় ৩টি লক্ষ্মী পেঁচা শাবক। সে গুলোও বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বনদফতর সুত্রে খবর লক্ষ্মী পেঁচা ও বাঘরোল শাবকগুলো গ্রামবাসীদের মানবিক তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে। আপাতত তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। পরবর্তী সময়ে শাবকগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে ছেড়ে দেওয়া হবে। ঘটনা প্রসঙ্গে সমাজসেবী সিরাজ ঘরামী বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বাঘরোল ও লক্ষ্মী পেঁচা বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।

সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলাশাসক

সুব্রত মণ্ডল : সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল স্টেট জেনারেল উন্নতি হতে চলেছে। জোর কদমে তারই প্রস্তুতি চলছে। ফলে আগের থেকে আরও উন্নত হবে সেখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবা। কোনো কিছু হলেই আর বারুইপুরে দৌড়োতে হবে না রোগীদের। গত মঙ্গলবার এই হাসপাতাল পরিদর্শন করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। ঘুরে দেখেন বিভিন্ন অংশ। পরে তিনি বলেন হাসপাতালের অনেকটাই জায়গা আছে। সবটা কাজে লাগানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ করা যায় তার পরিকল্পনা করা হবে। স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরেই এই হাসপাতালকে স্টেট জেনারেলে উন্নতি করার কথাবার্তা চলছিল। তৎকালীন জেলার এক স্বাস্থ্যকর্তার উদ্যোগে এ নিয়ে বৈঠক করে হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতি। সেখান থেকেই প্রস্তাব পাশ করিয়ে তা স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হয়। এবার বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই হাসপাতালের উপর সোনারপুর ও গ্রামীণ সুভাষগ্রাম, বারুইপুরের একাংশ ভাঙ্গড়, ঘটকপুকুর, এমনকী জয়নগরের একটি অংশের বাসিন্দারও নির্ভরশীল। বর্তমানে এই হাসপাতালে রোজ গড়ে ৪০০ করে রোগী আউট ধরে দেখাতে আসেন। কিন্তু স্টেট জেনারেল রূপান্তরিত হয়ে গেলে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ এখানে দেখাতে আসবেন বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। তখন বেডের সংখ্যা যেমন বাড়বে তেমনি বিভিন্ন বিভাগও তৈরি হবে। বিভিন্ন রোগের অস্ত্রোপচারও হবে এখন এখানে কেবলমাত্র লাইগেশন এবং সিজারের অস্ত্রোপচার হয়। হাসপাতালে নিজস্ব ব্লাড ব্যাংকও তৈরি হবে। বারুইপুর থেকে রক্ত আনতে হবে না সাধারণ মানুষদের। স্টেট জেনারেলে উন্নতি করার জন্য হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হবে। সেই জন্য পি ডব্লিউ ডি'কে পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে। এদিন জেলাশাসকসহ প্রশাসনিক কর্তারা হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখে প্রস্তুতির খোঁজখবর নেন।

পান চাষিদের সমস্যা সমাধান করতে তৎপর প্রশাসন

অহীন ঘোষ, কাকদ্বীপ : পান চাষিদের দীর্ঘদিনের সমস্যা কি সমাধানের পথে? কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে পান চাষি, আড়ৎদার, পান চাষিদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সঙ্গে আলোচনায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মণ্ড হারবার, পাথরপ্রতিমা, এবং কাকদ্বীপের বিধায়কগণ। ছিলেন সরকারি আধিকারিকগণ। দু একজন চাষির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ৫০ টি পান নিয়ে একটি গোছা করা হয়। এইরকম গোছা নিয়ে এক একটি পানের তালা হয়। মূলত মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে বড় পানের আড়ৎ আছে। পাইকারিরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বাইরে থেকেও এখান থেকে পান কিনে নিয়ে যান। এ বিষয়ে এক পানচাষি জানান, ৫০টি পানের তালার দাম কম পাওয়া যায়। বেশ কিছু চাষি প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ পান নিয়ে এক একটি গোছা করেন। পাইকারিরা, সেই পানের তালা একটু বেশি দাম দিয়ে কেনেন। এনিয়ে বহুদিন ধরে পান চাষিদের কয়েকটি সংগঠন প্রশাসনিক স্তরে এর বিহিত করার জন্য অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মহকুমা শাসকের দপ্তরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পাথরপ্রতিমা

এবং কাকদ্বীপের বিধায়কগণ সংবাদ মাধ্যমকে জানান পান চাষিদের দীর্ঘদিনের সমস্যা। একদিনে সমাধান সম্ভব নয়। আপাতত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে এখন থেকে একটি পানের তালায় ৫০টির বেশি পান থাকবে না॥ আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। তবে পানচাষিরা খুশি হলেও আড়ৎদার বা পাইকাররা শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকরী করবেন তা সময় বলবে। যদিও বিধায়করা বলছেন দীর্ঘদিনের সমস্যা। একটি সমন্বয় কমিটি তৈরি করে দেওয়া হবে। যাতে এই নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করবেন। সুন্দরবন অঞ্চলে পান একটি অর্থকরী ফসল। অর্থনীতি অনেক টাইট পানের উপর নির্ভর। ধানের থেকে পানে উপার্জন অনেক বেশি। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। শাসক দলের এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। পাথর এবং কাকদ্বীপের বিধায়ক সমীর জানা এবং মন্টু পাখিরা জানান চাষিদের যাতে ক্ষতি না হয় সে দিকে তেমন লক্ষ্য রাখা হবে সে রকম আড়ৎদার এবং পাইকারদের ও স্বার্থ দেখা হবে।

বাসন্তীতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ভাঙচুর করে লুঠ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : বোমা বিস্ফোরণ, ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনার পর এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ভাঙচুর করে লুঠপাট হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য চড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ভাঙনখালির আহম্মদ আলি মোল্লাপাড়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে জনা ৫০ দুষ্কৃতি এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকার করে দেয়। পরে স্থানীয় ৪৫৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তান্ডব চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরে কেন্দ্রের সমস্ত শিশু খাদ্য নিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় পানীয় জলের নলকূপটি ভেঙে নিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। সেই মুহূর্তে দুষ্কৃতিদের বাধা দিতে এগিয়ে যায় কয়েকজন গ্রামবাসী। অভিযোগ দুষ্কৃতিরা লাঠি, লোহার রড, ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদেরকে তাড়া করে। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় ১০ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন মিজানুর মোল্লা নামে স্থানীয় এক যুবক। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে হাজির হয় বাসন্তী থানার

পুলিশ। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস ও বাসন্তী থানার আইসি দুর্গাপ্রসাদ মজুমদারের নেতৃত্বে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী হাজির হয়। এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। তবে ঘটনায় জড়িতদের এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

অন্যদিকে, রাতে অন্ধকারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালিয়ে লুঠপাটের ঘটনায় শাসক দলের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়েছে।

যুব তৃণমূলের স্থানীয় কর্মী সমর্থক মোবলেছ মোল্লা, নুরনবী মোল্লা, মিজানূর মোল্লা,সাবিনা মোল্লাদের দাবি 'আমরা যুব তৃণমূল কংগ্রেস করি। আমাদের পাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দখল করে ফায়দা তোলার জন্য মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের মোজাম্মেল হক সরদারের নেতৃত্বে ভাঙচুর লুঠপাট হয়েছে। এলাকায় পুলিশ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শান্তি থাকবে তারপর এলাকা দখল করার জন্য লুঠপাট করে অরাজকতার সৃষ্টি করবে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।

অন্যদিকে, ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কসহ অন্যান্য নেতৃত্ব মুখ খুলতে চাননি। এলাকায় রয়েছে উত্তজনা। চলছে পুলিশি টহল।

আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমের আঘাত। আর তার জেরেই অপমানে মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলকমলা সরদার নামে এক কলেজ ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের ডেভিসআবাদ এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, গত কয়েক মাস আগে জয়নগর থানার গোচরণ এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত নস্করের সঙ্গে আলাপ হয় কমলা সর্দারের। এরপর শুরু হয় প্রেমপর্ব। কলেজ ছাত্রী কমলা সর্দার জানতে পারে ওই যুবক বিবাহিত এবং তার সন্তান রয়েছে। এই কথা জানাজানি হতেই প্রেমের পথ থেকে সরে আসে কলেজ ছাত্রী। কিন্তু ওই যুবকের পরিবারে তরফ থেকে দেওয়া হয় হুমকি। এমনটাই অভিযোগ কলেজ ছাত্রীর পরিবারের। আর সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় কলেজ ছাত্রী। মৃত্যুর আগে অভিযুক্ত ওই যুবকের বিরুদ্ধে একটি সুসাইড নোটও লিখে রেখে যায় কমলা এমনটাই পরিবারের তরফ থেকে জানা যায়। ওই কলেজ ছাত্রীর পরিবারের দাবি অভিযুক্ত ওই যুবকের শাস্তি দেওয়া হোক। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনা তদন্ত। কমলার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়।

বিয়ের টোপ দিয়ে কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিয়ের টোপ দিয়ে এক কিশোরীকে অপহরণ ও বিক্রির অভিযোগ ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা নারী পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা আছে। গতকাল রাতে সুন্দরবনের ঢোলাহাট থানার পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬ এর ৩৭০ এ, ৩৭৬ (২) এন ধারা ও ৬ (আই) পক্সো আইনে মামলা রুজু করে সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের সঙ্গে যুক্তদের সন্ধান পেতে চায় পুলিশ। অন্যদিকে, ধৃত নাবালককে মঙ্গলবার তোলা হয়েছে জুভেনাইল কোর্টে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ জানুয়ারি ঢোলাহাট থানার এক নাবালিকাকে বিয়ের টোপ দিয়ে ডেকে পাঠায় স্থানীয় দক্ষিণ গঙ্গাধরপুরের এক নাবালক। এরপর ওই নাবালিকাকে নিয়ে কলকাতা চলে যায়। সেখান থেকে ওই নাবালিকাকে সোনাগাছির যৌনপল্লীর এক এজেন্টের হাতে নাবালিকাকে তুলে দেওয়া হয়। রাতে সেখানে ওই নাবালিকার সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক করে নাবালক। তারপর যৌনপল্লীর ওই এজেন্ট তাকে নিয়ে যায় বালিগঞ্জ। পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আরামবাগে। সেখানে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্ক করে কয়েকজন যুবক। এর মধ্যে আরামবাগের হোটেল থেকে কোনোক্রমে বেরিয়ে এসে বাড়িতে ফোন করে সবকিছু জানায় ওই নাবালিকা। নাবালিকার পক্ষ থেকে ৩০ জানুয়ারি ঢোলাহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ৩১ জানুয়ারি ময়দান থানা এলাকার ধর্মতলা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। এরপর নাবালিকার বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। বিয়ের টোপ দেওয়া নাবালক প্রেমিককে প্রথম গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে সোনাগাছির এক এজেন্ট মেহেরানা ওরফে তানিয়া খাতুন ও পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁসারির চকে নারী পাচারের আড়কাটি জাইদুল শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার ঢোলাহাট থানায় এক সাংবাদিক বৈঠক করে মন্দির বাজারের এসডিপিও বিশ্বজিৎ নস্কর জানান, নাবালিকাকে পাচারের অভিযোগ ৩ জনকে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে একজন নাবালক হওয়ায় তাকে জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়েছে। বাকি মহিলা ও যুবককে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের সঙ্গে যুক্তদের খোঁজ চালানো হবে।

এসডিপিও আরও বলেন, নারী পাচার ও বাল্যবিবাহ নিয়ে আমাদের পুলিশের তরফে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার অভিযান চলছে। আরো বেশি করে এই সচেতনতার প্রচার অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নিচ্ছি।

বেআইনিভাবে চলছে গ্যাস রিফিলিং

অমিত মণ্ডল, ফ্রেজারগঞ্জ : বেআইনিভাবে গাড়িতে গ্যাস রিফিলিং করার সময় গাড়িতে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার মনসাতলা এলাকায়। আগুন দ্রুত নিভে যাওয়ায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পায় এলাকা। দুর্ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ছিল। আগুন লাগার পরেই এলাকার মানুষজন ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, একটা চারচাকা গাড়িতে গ্যাস রিফিলিং করার সময় হঠাৎই আগুন লেগে যায় গ্যাস সিলিন্ডারে। সিলিন্ডার থেকে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গাড়িটিতে। আগুন লাগার ঘটনায় গাড়ির পেছনের অংশ অনেকটাই পুড়ে যায়। দোকানের ভেতরে থাকা দুই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে চিৎকার শুরু করে দেন। স্থানীয়রা ছুটে এসে দেখেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দোকানের সামনের অংশ অনেকটাই পুড়ে যায়। দোকানের ভিতর গ্যাস সিলেন্ডার মজুত থাকায় সাহস করে স্থানীয়রা এগোতে পারছিলেন না। খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগেও। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। স্থানীয়দের সহযোগিতায় কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে মনসাতলা এলাকায় গাড়িতে গ্যাস রিফিলিং চলত। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। যদিও ততক্ষণে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পুরো আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি গাড়িতে গ্যাস রিফিলিং করার মটরও বাজেয়াপ্ত করেছে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। কীভাবে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বেআইনিভাবে গাড়িতে গ্যাস রেখে করা হতো তার তদন্ত শুরু করেছে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

লাখ বেলাখের গল্প শেষ, এখন মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা– নিজের পায়ে দাঁড়ান।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবকদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন চাকরীর উপর কোন ভরসা না রেখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ। এই সহজ সরল কথাটা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। কারণ কোন দেশ শুধু চাকরীর উপর লাখ লাখ বেকারের ভাগ্য ফেরাতে পারে না। বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়ণশীল দেশে বিরাট মানুষের বোঝা ঘাড়ে, এদের পক্ষে চাকরি দিয়ে সমস্যা সমাধান শুধু অবান্তর নয় অকল্পনীয়। তবুও এতদিন ঘরে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা না নিয়ে দেশের মানুষকে লাখ বেলাখের গল্প শোনান হল কেন?

এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত বিচার করতে গিয়ে যেটুকু বুঝেছি তা হল পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবকদের সমস্যা যা নানান অশান্তি ডেকে আনছে। তাই অশান্ত যুব সমাজ শান্ত করার জন্যই হলদিয়া বন্দরের কাজে দু লক্ষ, হাওড়া দ্বিতীয় সেতুর জন্য এক লক্ষ এবং সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে যেমন রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদে দশ হাজার, হেলথ দপ্তরে সতেরো হাজার এছাড়া সেচ, কৃষি, সি এম ডি এ এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ইত্যাদি সব মিলিয়ে আরও বেশ কয়েক হাজার চাকরীর ফিরিস্তি 'বেকার সমুদ্রের' সামনে তুলে ধরা হয়।

লাখ লাখ চাকরীর ছড়াছড়ি দেখে বেকার ভাতার দাবীদার যুবকেরা ফেসটুন ফেলে ছুটলো কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের দরজায়। বিপুল যুব সমর্থনের ঠেলায় দেকা দিল নতুন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং পি এস সি তুলে দিয়ে চাকরীর দায়িত্বভার অর্পিত হল স্থানীয় এম এল এ–দের উপর। সেখানেও দেখা দিল নানা বিরোধ। প্রভাবশালী এম. এল. এ এবং মন্ত্রীদের চাকরী দেওয়ার কোটা অনেক বেশী হলেও অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী এম. এল. এ–দের কোটা সেই অনুপাতে অনেক কম। এই অসামঞ্জস্যের লড়াইয়ে নেতৃবর্গ ক্ষতবিক্ষত। মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বন্দ্ব সামলাতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে বহু অফিসার তাঁদের নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে ঢুকিয়ে নিয়েছেন সরকারী দপ্তরে। সুযোগ সন্ধানী অফিসারদের মধ্যে নাম কিনেছেন শ্রীসুব্রত মুখার্জির পি. এস শ্রীকে ভট্টাচার্য্য। শ্রী ভট্টাচার্য্য সি, এম. পি. ও–র কর্তা শ্রীমুখার্জির সঙ্গে গোপন আঁতাত করে নিজেদের বহু আত্মীয় স্বজনকে সি, এম, ডি, এ দপ্তরে ঢুকিয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ একই বছরে নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে দু'তিন বার করে প্রমোশন দিয়েছেন। দপ্তরে খবর নিলেই এর স্বাক্ষর মিলবে। অবশ্য নেতৃবৃন্দের লড়াইয়ের সুযোগ অফিসাররা চিরকালই নিয়ে থাকেন এ আর নতুন কথা কি? তবে আসল কথা বর্ত্তমানে সরকারী দপ্তরে যে পদ খালি আছে তা লক্ষ লক্ষ বেকারের কাছে এক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার তার এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবকদের গঠন শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ মাসের শেষের দিকে ২৭০০০ এবং মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে আরও দশ হাজার বেকার যুবক এবং মার্চ্চের শেষের দিকে ৩৩ হাজার নতুন শিক্ষক নেওয়া হবে। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই সব আশা কবে কার্য্যকরী হবে তা বলা খুবই মুস্কিল। তবে আজ মাঝে মধ্যেই চাকরী দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তা কার্য্যতঃ ব্যর্থ হতে চলেছে সে কথা হলপ করে বলা চলে। এই স্তোক বাক্য দিয়ে যুব সমাজকে শান্ত করার যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল তাও আজ ব্যর্থ।

এই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য নিজের পায়ে দাঁড়ান বলে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব এড়ানোর যে চেষ্টা চালাচ্ছেন সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে করি। কারণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলেও অবলম্বন চাই। সেই অবলম্বন হচ্ছে কুঠির শিল্প এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ। এরজন্য চাই জায়গা, চাই বিদ্যুৎ, চাই অর্থ, চাই মার্কেট। যদিও এ সবই সরকারী প্রচারে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছাড়া এ সুযোগ সকলের ভাগ্যে জোটেনা। আমরা বহু ক্ষুদ্রশিল্প পতির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি সরকারী সহযোগীতার অভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি বিরাটভাবে ব্যহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে 'ফড়িং ধরে খাও' বল্লে কেউ শুনবে না। সরকার গঠনের সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা ভঙ্গ করলে দেশের মানুষ কোন দিনই ক্ষমা করবে না। তাই বলি সমবায় এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সকল সুবিধা দানের ব্যবস্থা করুন তবেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

৭ম বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩, ১লা ফাল্গুন, ১৩৭৯, মঙ্গলবার

আইসিডিএস সেন্টার মুখি করতে পঞ্চায়েতের অভিনব উদ্যোগ

অমিত মণ্ডল, ঘোড়ামারা : ছোট্ট ছোট্ট খুদে পড়ুয়াদের আইসিডিএস সেন্টারম

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১১ ফেব্রুয়ারি – ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বাংলার শিক্ষা ‘গ্রহণ’

পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা সংকটের ধারাবাহিক লেখচিত্র ক্রমশই পড়তির দিকে। শুধুমাত্র শিক্ষা দুর্নীতি, টাকা পয়সার লেনদেন, চাকরি চুরির ঘটনা, মন্ত্রী ও পার্ষদদের গ্রেফতার কিংবা মহামান্য হাইকোর্টের এক একটি যুগান্তকারী রায় নয়। শিক্ষায় গ্রহণ লেগেছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। হিমশৈলের চূড়া যেন প্রকট হচ্ছে করোনা যুগ শেষ হবার পরেই।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মানুষ অভ্যস্ত ছিল প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং সেই অনুপাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রবণতা দেখে। নিয়মিত দেখা যেত মেধা তালিকায় একাধিক শিক্ষার্থীকে প্রথম দ্বিতীয় কিংবা পরবর্তী ক্রমগুলিতে। যা অবশ্যই বিস্ময়কর এবং আশাব্যঞ্জকও বটে। করোনা পর্বে বঙ্গবাসী দেখেছে কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয় থেকে অজস্র ছাত্রের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া। উত্তর থেকে দক্ষিণ বহু জেলা বিদ্যালয়ে এমন ঘটনাটি ঘটেছিল। সে নিয়ে নানা প্রশ্নও ওঠে।

করোনাকালে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন শিক্ষায় ক্রমশ পারদর্শী হয়ে উঠলেও বহু ছাত্রছাত্রী স্রেফ পরিকাঠামোর অভাবে সে সুযোগ নিতে পারেনি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা অত্যন্ত দুর্বল এবং শহরের বহু দরিদ্র পরিবারের ছাত্ররা অনলাইন শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন স্বাভাবিক পঠন পাঠন শুরু হচ্ছে সেই সময় বহু ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত থাকছে বিদ্যালয়ে। এমনকি মিড ডে মিল কিংবা ট্যাবের হাতছানি উপেক্ষা করে। সামাজিক অর্থনৈতিক জটিলতার কারণেই এই বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের ‘ড্রপ আউট’ লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ অভিভাবকদের কর্মহীনতা, করোনার কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি তাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো বিলাসিতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। ছেলে মেয়েদের চাষ বাসের কাজে কিংবা তাৎক্ষণিক অর্থ উপার্জনের জন্য নানা কাজে তাদের নামানো হয়। বিশেষ করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা পঠন পাঠক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রাজ্যের সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে সন্তানরা আসে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মতোই এই পরিবার গুলির ওপরও আর্থিক চাপ ভয়ঙ্কর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সম্প্রতি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর প্রায় ২ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কম। এই কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ করোনা হলেও অন্যান্য সামাজিক কারণও রয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো আনাচে কানাচে গজিয়ে ওঠা অজস্র ঝাঁ চকচকে বেসরকারী ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয় যেখানে একটু অর্থবান অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করছেন। ভবিষ্যতে অন্তত ইংরাজি জানার সুবাদে যাতে চাকরি খুঁজে পেতে পারে।

চাকরির বাজার এই বাংলায় ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। সংবাদ পত্র খুললেই ভুয়ো চাকুরি এবং চাকরি চুরির নানা গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। জনমানসে এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যই পড়েছে। সাধারণ সমীক্ষায় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে সরকার পোষিত বিদ্যালয় গুলির শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই বোধহয় ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন এমন একটা ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে ইদানিংকালে। এই ধারণা পিছনে অবশ্যই সাম্প্রতিককালের শিক্ষা দূর্নীতির একাধিক কলঙ্কজনক ঘটনাগুলি।

রাজনীতি, রাজনীতির জায়গায় না থেকে সমাজের প্রায় প্রতি স্তরেই প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষাকে পণ্য করতে গিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে। সেই সঙ্গে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মনোবলও তলানিতে ঠেকেছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা এমন ভাবনাও পোষণ করে যে, ‘লেখাপড়া শিখে কী হবে’। পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এই সার্বিক গ্রহণ কবে রাহুমুক্ত হবে সেই প্রতীক্ষায় প্রতিটি শুভবুদ্ধি মানুষই আগামীর দিকে চেয়ে আছে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘বৈরাগ্য প্রকরণ’

নিরুৎসাহ ও কাতরভাব তাকে আচ্ছন্ন করে। নানান দেহসুখ সে কল্পনা করে, কিন্তু অপারগতার দরুন সে ভোগ হতে বিরত থেকে মনোকষ্ট পায়। অপূর্ণ বাসনা তো বৃদ্ধের থাকেই, সেই সাছে অন্যের বাসনা পূরণেও সে অক্ষম। সন্ধ্যার পিছনে পিছনে যেমন অন্ধকার রাত্রি আসে, তেমনই বার্ধক্যের পশ্চাতে মৃত্যু যেন ওৎ পেতে থাকে। অথচ মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃদ্ধকে বেঁচে থাকতে বাধ্য হতে হয়। কি করুণ সে জীবনধারণা নানা ব্যধি বিষধর সর্পের মত জরাকালকে বেষ্টিত করে। জরার উদয়ে মৃত্যু–মর্কট সহসা সবেগে দেহ বৃক্ষে আরোহন করে শীর্ণ পত্র–শাখাদি ছিন্ন–ভিন্ন করে দেয়। এমন যে জীবন, তাতে আগ্রহী হই কিভাবে?

রাম বললেন, সংসার কূপে পতিত বিমূঢ় জীব কল্পনাবশে রাগ–দ্বেষসহ নানা ভেদজ্ঞানে বিভোর হয়ে ভ্রমময় হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা বিবেকী, তাঁরা এই জগতে কোনভাবে আস্থান্বিত হন না। এই সংসারে অসার কল্পনা ও সুখ–বাসনা উদিত হয়ে অজ্ঞজীবকে অবশেষে হতাশ করে। জগতে এমন কোন পদার্থ নেই যা কালের খাদ্য নয়। কাল সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী। কালের রূপ অদৃশ্য। কিন্তু দিন, বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক উপাধিতে প্রকটিত হয়ে সমস্তকিছুকে গ্রাস করে। সমস্ত উদরস্থ করেও কালের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই কাল দেব–দানব–নর–রুদ্র–মহেন্দ্র–ব্রহ্মাদি অথবা শূন্যরূপে অবস্থান করেন। অবশেষে কল্পান্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কালের গ্রাসে বিধ্বংস হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

International Kolkata Book Fair
5 MARCH 1976. KOLKATA BOOK FAIR STAI
JOURNEY. THIS IS ONE OF THE OLDEST P
FAIR AVAILABLE.

সৎ লোকের চারপাশে চোর ডাকাতদের ভিড় কেন?

নির্মল গোস্বামী

কথায় বলে, লজ্জা–ঘৃণা–ভয়, তিন থাকতে নয়। মানুষের জীবনের ঠিক কোন ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি প্রযোজ্য তা এতোদিন স্পষ্ট ছিল না। তবে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে ভাবে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তাতে উক্ত প্রবাদটি যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে রাজনীতিতে নয়। বিশেষ করে তৃণমূল রাজনীতিতে নয়।

অতি সম্প্রতি আলিপুর দুয়ারে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল তৃণমূলে যোগ দান করলো। অভিষেক উত্তরীয় পরিয়ে সাদরে বরণ করলো। সেই ছবি ফলাও করে প্রচার হল। ২০২১ সালের বিধান সভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল দল ও সরকারের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ করে জনগণের ভোট নিয়েছিল বিজেপি দলের হয়ে তা আজও বর্তমান আছে। উপরন্তু চাকরি চুরির দায়ে নেতামন্ত্রীর জেলে গেছে। ঘরে বাইরে ধিকৃত হচ্ছে তৃণমূল সরকার। সেই সময় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গমন। একজন স্বাধীন মানুষ তার রাজনৈতিক মতাদর্শ পাল্টাতেই পারে। কিন্তু তিনি ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করবেন ৫ বছর ধরে এটাতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। একান্ত নিরুপায় হলে এমএলএ থেকে পদত্যাগ করে ভোটারদের নতুন প্রতিনিধি খোঁজার সুযোগ করে দিয়ে দলত্যাগ করতে পারতেন। সেটা হলে সত্যভঙ্গ হত না। কিন্তু সুমন তা করেন নি। মানে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য কোনও অনুশোচনা বা লজ্জা বোধ নেই। এরা চরম বে–হায়ার দল। নিজের ছেটানো থুথু যদি আবার চাঁটতে হয় তার মতো ঘৃণ্য কাজ বোধ হয় আর নেই। মানুষের ঘৃণা বোধ আছে বলেই সে বাছ–বিচার করে খায়। সুমনবাবু ভোটের সময় তৃণমূলের গায়ে কত থুথু ছিটিয়েছিলেন তার পরিমাণ বোধহয় নিজেও জানেন না। আজ সেই দলে যোগদান মানে সেই ফেলা নিজের থুথু নিজেকে চাটতে হবে। কাল যাকে ভদ্র ভাষায় কত গালি দিয়েছে আজ স্যার বলে তার পায়ে পড়তে হচ্ছে। লজ্জা এবং ঘৃণা যার আছে তার দ্বারা একাজ করা সম্ভব নয়। এর পর আছে ভয়। বোমা, গুলি, বন্দুকের ভয়কে উপেক্ষা করে, স্থানীয় নেতাদের চোখ রাঙানীকে অবজ্ঞা করে মানুষকে ভোট দিতে হয়েছে। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটের পর কত মানুষকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। তাদের এম এল এ দল বদল করছে, কোন দল না যে দল তাদের অশেষ যন্ত্রণার কারণ। ফলে সেই সব ভোটাররা যদি কোনও দিন সামনে পায় তাহলে লাথি, ঝাঁটা, জুতো দিয়ে অভ্যর্থনা করবে এটাই স্বাভাবিক। মার খাবার ভয় বা অপমানিত হবার ভয়টুকুও নেই। এরা ভয়কে জয় করে আজ অকুতোভয় হয়েছে। অবশ্য সুমন বাবু এই প্রথম নয়। এর আগে অনেকেই লজ্জা, ঘৃণা, ভয়কে জয় করেছে।

বর্তমানে তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষের ব্যাপারটা একটু ঘেটে দেখলে কি পাওয়া যায়। কুণাল তৃণমূল দলেরই লোক ছিল। পত্রিকার সম্পদক, একটা নিউজ চ্যানেলের সম্পাদক। বেশ চলছিল ‘তবে চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়’ সেই পথ ধরে সারদা কেলেঙ্কারী সামনে এলো, কুনাল একটু কোন ঠাসা হল। দলে আর এক কোন ঠাসা এম পি সোমেন মিত্রের সভায় দাঁড়িয়ে একদিন বলল সততার একটা সীমা থাকা দরকার। ব্যাস তার পরই সারদা মামলায় কুণাল গ্রেপ্তার হল। একটার পর একটা মামলায় তাঁকে ফাঁসিয়ে মাসের পর মাস জেলবন্দি করে রাখা হল। যখন কোর্টে আনা হতো তখন কুণালের কোন কথা যাতে সাংবাদিকদের কানে না যায় তার জন্য পুলিশ গাড়ি চাপড়াতো জোরে জোরে। তবু এর মধ্যে কুণালের একটি অভিযোগ জনসমক্ষে প্রচারিত হল। তা হল কুনাল বলল যে সারদা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে তৃণমূল নেত্রী। কয়েক বছর জেলের ভাত খেলে বোধহয় মানুষ আর সেই আগের মানুষ থাকে না। তাই দেখা গেল সব লজ্জা ঘৃণা অভিযোগকে দূরে ঠেলে কালীঘাটের দেবীর পাদপদ্মে শরণ নিল। যে দল তাকে মিথ্যা মামলায় এতো দিন জেলা খাটাল। তার নিজের দল তার সঙ্গে সহযোগিতা করল না। জেল থেকে বের হয়ে সেই ছেঁড়া পাতে পাত পেড়ে যে খেতে যায়, তার লজ্জা শরম বা ঘৃণা বলে কোন বস্তু শরীরে বা মনে থাকে কি?

আর এক মহান নেতা তিনি পূর্বে কংগ্রেস করতেন, তারপর কট্টর বিজেপি হলেন। দলের সবচেয়ে কড়া মুখপাত্র। সব বিষয়ে তিনি দলের হয়ে বিবৃতি দেন। তার বাচনভঙ্গি ও যুক্তির সারবত্তায় দলে নেতার পদ পেতে সময় লাগল না বেশি দিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বিশেষ কায়দায় মাননীয়া বলে সম্বোধন করছেন। এই ‘মাননীয়া’ শব্দে সম্মান সূচক দ্যোতনা থাকত না, থাকত শ্লেষ মিশ্রিত অবজ্ঞা। তিনি রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির নেতাদের একজন ছিলেন। একটা উপ নির্বাচন লড়তে গেলেন। তৃণমূলের এক সমর্থক কী ভাবে তাঁকে জোড়া পায়ে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল সেই দৃশ্য সারা বাংলা দেখেছিল। বিবেকবান মানুষ মাত্রেই ছিঃ ছিঃ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল জোড়া লাথির এমনি গুন যে তিনি সেই মাননীয়ার মুখপত্র। লালন ফকির বেঁচে থাকলে হয় তো বা এদের জাত বিচার করে গান লিখতে পারতেন। এতো দিন টিভির সান্ধ্য আসরে বসে যত গালাগাল দিয়েছিল তৃণমূলকে এখন তার দ্বিগুণ গালাগাল দিতে হচ্ছে বিজেপিকে। নইলে চাকরি থাকে না যে।

সে দিন এক বন্ধু প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা সৎ মানুষের চারপাশে এতো চোর ডাকাতদের ভিড় কেন?’ আমরা তো জানতাম সাধুর পাশে সাধু প্রকৃতির মানুষরাই ভিড় করে। প্রশ্নটা শুনে আমরাও চিন্তা হয়েছিল। তাই তো যিনি সততার প্রতীক তাঁর পাশে এরা কারা? কি করে এতো কাছাকাছি ক্ষমতার বৃত্তে ঢুকে পড়ল।

মনে মনে উত্তরটাও গেলাম। ও হরি! এতো জলের মতো সরল অঙ্ক। দল বাড়াবার জন্য এরা তো কুমিরকে ডেকে এনেছে। সুমন, জয়প্রকাশ, কুণালদের মতো শত শত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়ে যারা দলের শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের জানা উচিত এরা যারা লজ্জা–ঘৃণা–ভয় বিসর্জন দিয়ে দলে আসছে তাদের উদ্দেশ্যটা কী? এককথায় উত্তর হল ক্ষমতার বৃত্তে থাকা। কেন ক্ষমতার বৃত্তে? করে কর্মে খেতে হবে। বাবুল দলবদল করল, তিনি তো কংগ্রেসে বা বাম দলে যোগ দিতে পারত। কাল যাকে গালি দিল আজ তার পায়ে পড়ল। এদের দ্বারা কতটা জনসেবা হবে আর কতটা পেট সেবা হবে সেটা তৃণমূল দল বোঝে না এটা ভাবলে ভুল হবে। আসলে তাদের এই ধরণের লোকই বোধহয় প্রয়োজন।

অথ বাজেট– উত্তর কথা

অমিতাভ সেন

শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কাব্যে লিখেছেন : সাপের মুখেতে ব্যাঙের নাচাবি তবে তো রসিকরাজ। বিপরীত শক্তি সমূহকে এক সূত্রে গাঁথতে পারে এমন মহৎ সত্তার অধিকারী কে? পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা ধরে যে ইতিহাস পুরুষ ভারতবর্ষকে যুগ যুগ ধরে চালনা করে এসেছেন, বিপরীত স্বার্থকে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেন একমাত্র তিনিই। সেই ভারতাত্মার অভূতপূর্ব লীলা ইন্ডিয়া ইনকর্পোরেটেড রূপে আমরা দেখতে পেলাম আদানী FPO ইস্যু প্রসঙ্গে। মুকেশ আম্বানি (RIL), সুনীল মিত্তল (AIRTEL), সজ্জন জিন্দাল (JSW) তিনজন ব্যাবসা জগতে কম্পিটিটর, স্বার্থের মামলায় রাইভ্যাল, কিন্তু জাতীয় চেতনায় ভারতীয়, কেউ কারোর এনিমি নন। এর পরিচয় দিতে গিয়ে ২০ হাজার কোটি টাকা FPO সাবস্ক্রাইব করেছিলেন এই তিনজন, যখন বাজারে আদানী এন্টারপ্রাইজেস শেয়ারের কারেন্ট মার্কেট প্রাইস ১০% কম। হিন্ডেনবার্গ একটি শর্ট সেলার কোম্পানী, শেয়ালের মত ধূর্ত (একটু দূরে বসে অপেক্ষা করছে– প্রবল লড়াইয়ের পর বাঘ এবং ব্যধ উভয়েই হত হবে, এবং একমাস ধরে শেয়াল মাংস খাবে)। মার্কেটে যখন ক্র্যাশ হয়, অর্থাৎ দর পড়ে যায় হিন্ডেলবার্গ শেয়ার কিনে নেয় এবং সুযোগ মতো চড়া দরে বিক্রি করে। প্রায় ষোলোটা কোম্পানীকে হিন্ডেনবার্গ মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ আমেরিকায় মামলাও করেছে এদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফেডার‍্যাল কোর্ট দেখিয়ে দিয়েছে প্রথম পাতার ডিসক্লেমারটি ’টোট্যালি পার্সোনাল ভিউ’– কোনো মামলা করা যাবেনা। তবে আমেরিকার SEC–র কাছে (আমাদের দেশে SEBIর মতো স্বশাসিত সংস্থা) হিন্ডেনবার্গের বিরুদ্ধে মামলা পেন্ডিং আছে। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন প্লিডেটরি স্পেকলেন চার্জে খানা তল্লাসী চালাচ্ছে। আমেরিকায় শর্ট সেল চলে আমাদের দেশে অসিদ্ধ। তবে সেবি যদি ৩৬ ঘন্টা আগে ইন্টারভিন করতো তবে মার্কেটে কনফিউসন বা ভোলাটিলিটি কিছুটা রোখা যেতো। আদানী গ্রুপে স্টেট ব্যাঙ্কের লোন ১% এর কম এবং শেয়ার ক্রয়ে কোন ইনভেস্টমেন্ট নেই এটা প্রকাশ করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৪৮ ঘন্টা সময় লাগলো কেন? ততক্ষণে যারা শেয়ার ট্রেডিং করে তাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। ফিৎচ, মুডিজ প্রভৃতি রেটিং সংস্থা ঘোষণা কছে অভোনা একটা সময় পরে প্রাথমিক প্লেয়ার এ ফেরৎ আসবে। কিন্তু কমনার্সদের মাজা তো ভেঙে গেল। তবে গৌতম আদানী একটা কাজ ভালো করেছে এফপিও স্ক্র্যাপ করে দিয়েছে। তা না হলে বন্ধু প্রতীম আম্বানি, মিত্তল, জিন্দালদের ক্ষতি হয়ে যেত। এবং শিয়ালটাও শর্ট সেল করার সুযোগ পেল না। মহুয়া মৈত্র, রাবিশ কুমার এদের ষড়যন্ত্র প্রয়াস সফল যে হলো তার কারণ, শুনছি বিনোদ আদানী। এ ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছে, সম্ভবতঃ দুবাইয়ে থাকে। ট্যাক্স হ্যভেন দেশে (যেখানে অনেক ট্যাক্স নেই) মনে হয় হেরাফেরী করেছে। শোনা যাচ্ছে কিছু শাস্তিও হয়েছিল। কিন্তু গৌতম আদানীর বেসিকস অত্যন্ত স্টেবল

ও স্ট্রং, পোর্ট পাওয়ার সবই ট্যানজিবল অ্যাসেটস (অনুভব যোগ্য)।

অনেকে মনে করছেন আদানী এনটারপ্রাইজের এফপিও ক্র্যাশ করাই হিন্ডেনবার্গের উদ্দেশ্য। আমরা দেখছি ওবামা–ক্লিন্টন ক্যবাল এবং জর্জ সোরস এর মতো ৯৪ বছরের যমের অরুচি ধনকুবের রয়েছে এর পেছনে। (এই শকুন ঘোষণা ওই করেছে– এক লাখ কোটি টাকা খরচ করবে– যে কোনো উপায়ে মোদিকে হঠাতে হবে। আহাম্মোকের ভারত জোড়ো নাটক, অগ্নিবীর বিরোধীতা শ্রীরামচরিত মানসের চূড়ান্ত অপমান, নীতিশের পেটমে ভী দাঁত হ্যয়। জাতভিত্তিক জনগণনার দাবী– পিসি ভাইপোর সংখ্যা লঘু তোষণ ইত্যাদি কোনো টাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মাল্লু পাঠাচ্ছে হাড়গিলে।) চিনকে রুখতে আমেরিকা ভারতবর্ষের হাত ধরেছে সত্যি কথা, কিন্তু ইউনিপোলার দুনিয়ায় সে কখনই চায়না আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতি এত দ্রুত হোক। এই প্রেক্ষাপটেই কয়েক লাইন লিখি। হিন্ডেনবার্গ কোম্পানীতে কর্মীর সংখ্যা পাঁচ, সাবস্টাফ হয়তো আরই দুই তিন জন। আদানী গোষ্ঠী এদের সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। ওদের মালিক নাথান এন্ডারসন (মার্কিন মুলুকে শিক্ষিত ইজরায়েলি) বলেছিল Fraud can not be obfuscated by nationalism, সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী হুকাবরদারগণ আকাশ ফাটাতে লাগলো। কারনটা এইরকম।

এটা মনে করা হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ লড়াই হবে অর্থনৈতিক ফ্রন্টএ, সীমান্তে নয়। ফ্রন্টএ লড়াই হলে, যে কোনো সরকার, যেমন সোলজার্সদের দূরস্ত করে তোলে, অর্থনৈতিক ফ্রন্টে লড়াই হলে এটা অন্যায় নয় যে সরকার ম্যনুফ্যকচারার উদ্যোগপতিদের আহ্বান জানাবে দেশ মাতৃকার স্বার্থে আত্মনিয়োগ করার জন্য, কেননা মিক্সড ইকোনমিতে সরকার তো আর ব্যবসা করবে না, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রীত্বের কাল থেকেই মোদিজী বিজনেস কনক্লেভে উদ্যোগপতিদের আহ্বান জানিয়ে অর্থনীতিকে দৃঢ় করেছেন। প্রধান সেবক পদে এসেও সে সাধনা অব্যহত থেকেছে। যদি কোন আইনগর্হিত প্রয়াস থাকতো তো মোদিজী আজ ৭৮% নমিনেশন পেয়ে বিশ্বে এক নম্বর হতেন না। বিরোধীরাও পাউন্ড অফ ফ্লেশ দাবী করে বসতো। গুজরাট দাঙ্গা, রাফায়েল সকল মামলাতেই তিনি ক্লিন চিট পেয়েছেন, ইউএস গোপন নথিতে রিপোর্ট রয়েছে মোদি ক্যন নট বি করাপ্টেড। সমস্যাটা এখানেই।

আদানী ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে সেকেন্ড বিডারএর থেকে পাঁচগুণ বেশি দামে হাইফা পোর্ট কিনেছে কাছাকাছি যেখানে চিন অলরেডি একটি কনটেনর ইয়ার্ড চালাচ্ছে। এর ফলে মুম্বাই পোর্ট থেকে ইউএই সৌদি অ্যারোবিয়া–জর্ডন–ইস্রায়েল (হাইফা)–সাইপ্রাস–গ্রীস হয়ে সমগ্র ইউরোপে ভারতীয় পণ্যের গমণাগমণ সহজ হবে। আদানী গ্রুপ শ্রীলঙ্কাতে চ্যালেঞ্জ হে দাঁড়িয়েছে। চিন ঋণের জ্বালে ফাঁসিয়ে বেশ কয়েকটা পোর্ট কব্জা করে নিয়ে ছিল। এই সময় আদানী কলম্বো। পোর্ট ওয়েস্টান টার্মিন্যাল এর দায়িত্ব নেয় ৭০০ বিলিয়ন ইউএসডি বিনিয়োগ করে। অন্য একটি ক্ষীণ হাইড্রোজেন প্রোজেক্টে ৫১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আরও ৫০০ মি. ডলার বিনিয়োগ করে। এইভাবে আদানী শ্রীলঙ্কার চোখের মণি হয়ে উঠছে। শুধু এখানে কেন তানজানিয়া, সাউথ আফ্রিকা, নাইজিরিয়াতে ১৯০০০ কোটি বিনিয়োগ করে ৩৭০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এছাড়া মরোক্কোতে ক্লিন এনার্জি উৎপাদন করে সারপ্লাস বিদ্যুৎ ইউরোপে পাঠাচ্ছে আডানী। এখানে তো এতদিন চিনের মনোপলি ছিল। সি পিংকী ভাবে এই স্পর্দ্ধা হজম করে?

করবে, করতে হবে, বাপেরও বাপ আছে। মোদিজী বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়াতে পারে, জেনে রেখো সিপিং। রাজনীতি আর কূটনীতির আলাদা প্রয়োগ হয়। এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট। যে মউ সই হয়েছে তার মধ্যে একটি : সুয়েজ খালের ধারে ইকোনমিক ডেভেলাপমেন্ট জোন ও ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবে ভারত। তা আধ পাগলা রাহুল বা অতি বিদ্বান থারুর এর যদি ক্ষ্যমতা থাকে তো তারাই উদ্যোগে বসাক না। আম্বানী আদানী বা ইন্ডিয়া ইনকরপোরেটেড এর উদ্যমী মানুষদের প্রয়োজন কী। আম্বানীরা লেট সিক্সটিজ থেকে ব্যবসায় এসেছে। আদানী আর্লি এইট্টিজ। তখন তো বিজেপির জন্মও হয়নি, কংগ্রেসের রমরমা। চাইলে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে দিলেই তো হতো। তা তো হয়নি। আদানি–আম্বানীদের রমরমা কংগ্রেসী আমলেই। অস্ট্রেলিয়াতে চার মাইক্যল কয়লা খনি অধিগ্রহণ ২০১০ সালে। মুম্বাই এয়ারপোর্ট মনমোহন সিং ২০০৬ সালে GVK কোংএর হাতে তুলে দিয়েছিল, আডানী এর কাছ থেকে কিনেছে সরকারের কাছে নয়। এই GVK রা কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়, সম্পূর্ণ প্রাইভেট কোং একটি। আসলে বাজেট এতো ভালো হয়েছে, সমাজএর সকল স্তরের মানুষকে এমনভাবে স্পর্শ করেছে যে বিরোধী পক্ষের বোলি বন্ধ। তাই অনাপশনাপ বলছে, ছবি দেখিয়ে অপবাদ দিতে চাইছে আদানী–আম্বানীর বেনিফিসারি মোদীজী। কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্ত যথার্থ নিয়েছে। দেশ বিরোধী জেহাদী মনোভাবাপন্ন উৎসগুলোর বেআইনি টাকার উৎস মুখ অবরুদ্ধ করতে হবে। প্রাইভেট মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের মাধ্যমে এনজিও, টুকরে টুকরে গ্যং, খান মার্কেট গ্যং অনেকটা টাইট হয়েছে। চিদাম্বরমএর অ্যাকাউন্ট সারদা মামলায় সিজড হয়েছে তাহলে? রাহুল তো ২০০৮ সালে চিনের সাথে এগ্রিমেন্ট করেছে। কী আর করে?

দেশ দেশান্তরে

আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ

প্রণব গুহ

২০২৩ সাল ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হয়ে উঠবে। জি–২০–এর মতো শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্বকারী ভারতের উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ ৭২টি দেশ এই প্রস্তাব সমর্থন এই বছরটিকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ ঘোষণা করেছে। মোটা দানাশস্যের গুরুত্ব স্বীকার করে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা তৈরির পাশাপাশি ভারত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহে নেতৃত্ব দিয়ে, এই বছরে নিজেকে বিশ্বনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

মানবজাতির কাছে পরিচিত প্রাচীনতম খাদ্য সামগ্রী হল মিলেট (জোয়ার, বাজরা, রাগি ইত্যাদি)। এই মোটা দানাশস্যগুলি প্রাচীনতম শস্য যা ভারতেও চাষ করা হত। এরকম একাধিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা থেকে জানা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার সময়েও বাজরা খাওয়ার প্রচলন ছিল। জনগণকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহে মোটা শস্যের গুরুত্ব স্বীকার করে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা তৈরি করতে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক বাজরা বছর ঘোষণা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের প্রস্তাবটি ৭২টি দেশ সমর্থন করেছিল এবং ২০২১ সালের মার্চ মাসেই রাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বছর হিসাবে ঘোষণা করেছিল।

তাৎপর্য: বাজরার পুষ্টিগুণের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে বাজরাকে পুষ্টিকর শস্য হিসাবে ঘোষণা করেছে।

সচেতনতা: পুষ্টিকর খাদ্যশস্যের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশনের অধীনে প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে রাগি, জোয়ার, বাজরা এবং অন্যান্য অনেক মোটা শস্যের মতো বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

রিসার্চ–স্টার্টআপস : আর অ্যান্ড ডি’এর সহায়তা পুষ্টিকর বাজরাকে জনপ্রিয় করা। স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তারাও রেসিপি এবং পণ্য তৈরি করতে সহায়তা পাচ্ছেন যা বাজরার ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

রফতানি প্রচার: বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক তার সর্বোচ্চ কৃষি রফতানি প্রচার সংস্থা, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রফতানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ)–এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পুষ্টিকর খাদ্যশস্যের রফতানি প্রচারের জন্য ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে একটি ব্যাপক কৌশল নিয়ে এসেছে।

ই–ক্যাটালগ : ভারতীয় মোটা শস্য এবং পণ্যের প্রচারের জন্যকেন্দ্র প্রতিটি নির্দিষ্ট দেশ ধরে ৩০টি ই–ক্যাটালগ তৈরি করেছে, যা বিভিন্ন ভারতীয় মোটা শস্য এবং রফতানির জন

এবার জয়নগরে শুরু বিনা কর্ষণে সূর্যমুখী ও ভুট্টার পরীক্ষামূলক চাষাবাদ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: পরীক্ষামূলক চাষাবাদ। এই চাষ করে লাভবান হয়েছেন প্রান্তিক কৃষক জয়দেব পুরকাইত। তাঁর এই সাফল্যের পর এই চাষ দেখতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। জয়দেব পুরকাইতের বাড়ি জয়নগর ২ নং ব্লকের ৯ নং সোনাটিকারিতে। সেখানে তাঁর মতো আরও ৪০ জন কৃষক এই চাষ করেছেন। মূলত এই এলাকায় আগে আলু চাষ হত। সেক্ষেত্রে জলের অপচয় হত প্রচুর হারে। তাঁর ওপর এই এলাকা সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে জলের সংকট। চাষের জন্য জল পাওয়া যায় না বহু জায়গায়। সেই সমস্যার সমাধান

করতে এবারে উদ্যোগী হয়েছে জয়নগর ২ নং ব্লক কৃষি অফিস। সমস্যার সমাধান করতে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ড্রিপ মেশিন। যার সাহায্যে জল ফোঁটা, ফোঁটা করে ফেলা হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গায়। ফলে জলের অপচয় রোধ করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে জমিতে বিনা কর্ষণে কীভাবে চাষ করা যায় সেই দিকটিও দেখানো হচ্ছে কৃষকদের। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে ড্রিপ ইরিগেশান অ্যান্ড নো টিলেজ সিস্টেম। যার মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার এই কাজ খতিয়ে দেখতে এলাকায় গিয়েছিলেন জয়নগর ২ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অন্তিমা হালদার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মাজি সহ অন্যান্য আধিকারিক গণ। শীতের শুরুতেই এলাকায় শুরু হয়েছিল এই সূর্যমুখী ও ভুট্টা চাষ। মূলত বর্ষার সময় নীচু জমিতে জল জমে থাকে। সেই জল শুকিয়ে জমি তৈরি করতে অনেকটাই সময় লেগে যেত কৃষকদের। তবে এবার এই পদ্ধতিতে কৃষকদের জমিতে আর কোনো কর্ষণ করতে হবে না। তাঁরা সরাসরি জমিতে বীজবপন করবেন। জমির কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন না করে। এক্ষেত্রে জমির নরম মাটিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি করে দানা বপন করা হচ্ছে। এই চাষের মাধ্যমে কৃষকরা ১ বিঘা জমিতে প্রায় ৩ কুইন্টাল সূর্যমুখীর দানা তুলতে পারবেন। শীতের শেষে সেই ফসল ফলতে শুরু করেছে। যার ফলে খুশি চাষিরা। আর তাদের এই পরামর্শে কাজ হওয়ায় খুশি ব্লক কৃষি আধিকারিকরা।

বোলপুরে চিটফান্ড গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিটফান্ড খুলে প্রায় ৩০ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগ উঠল বোলপুর শহরে। দেড় শতাধিক যুবকের কাছ থেকে শেয়ার মার্কেটের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরেই দেউলিয়া ঘোষণা করে সংস্থা। টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সংস্থার কর্নধার শুভ্রায়ন শীলকে গ্রেপ্তার করে বোলপুর থানার পুলিশ। 'এসএস কনসালটেন্সি' নামক একটি বেসরকারি সংস্থা শেয়ার বাজারে সুদে টাকা লগ্নির নামে কোটি কোটি টাকা বাজার থেকে তোলার অভিযোগ উঠেছে। পরে সেই টাকা আত্মসাৎ করে দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়ে গা ঢাকা দেয় সংস্থার কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৩ মাস পর উক্ত সংস্থার কর্নধার শুভ্রায়ন শীল নামে ওই যুবককে খুঁজে পায় লগ্নিকারীরা। বোলপুর শহর সহ আশেপাশের এলাকা থেকে প্রায় ১৫০ জন যুবকের কাছে থেকে প্রলোভন দেখিয়ে এই টাকা নিয়েছে ওই সংস্থা। সুদ দেওয়ার নাম করে দুই লক্ষ থেকে আড়াই কোটি টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে একেকজনের কাছে। প্রায় ৩০ কোটি টাকা তোলে আত্মসাৎ করার অভিযোগ। বোলপুর পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ড শুড়িপাড়ার বাসিন্দা শুভ্রায়ন শীল। খবর পেয়ে তার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় লগ্নিকারীরা। বোলপুর থানার পুলিশ চিটফাণ্ড সংস্থার কর্নধার ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবককে বোলপুর আদালতে তোলা হলে আদালত ৮দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

একশো দিনের তদন্তে কেন্দ্রীয় টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ দিনের কাজের তদন্তে চরিচা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাথানডাঙ্গা গ্রামে আসে দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল জব কার্ড হোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের জব কার্ড দেখেন সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দা মহিনুদ্দিন মিয়া বলেন, কাজ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করল। টাকা পেয়েছে বলায় টাকা পাইনি বললাম। আমি ৮০ দিন মতো কাজ করেছিলাম । জেসিবি দিয়ে ১০০ দিনের কাজ করানোর অভিযোগ অস্বীকার করে মহিনুদ্দিন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের সামনে থতমত খায় মহিনুদ্দিন । তিনপুকুর গ্রামে মনোজ শর্মার নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল যায়। জবকার্ড হোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেন। ১০০ দিনের কাজ ফিতে দিয়ে মেপে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে প্রহৃত পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী ফিরে যেতেই বীরভূম জেলায় প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধরের অভিযোগ উঠল দলের কার্যকরী সভাপতির বিরুদ্ধে। দুবরাজপুর ব্লকের অন্তর্গত বালিজুরি গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য অভিজিৎ মণ্ডলের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্প তহবিল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় বালিজুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত মুখার্জি ও তার ছেলে পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে কিল, চড় ও ঘুষি মারে। আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য দুবরাজপুর থানা এবং বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল বালিজুড়ি অঞ্চল কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত মুখার্জি। পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ করে শীঘ্রই দল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে বলেও জানিয়েছে প্রশান্ত।

বোমা বিস্ফোরণে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ধুলফেলা মোড়ে বচসা থেকে তৃণমূল কমীদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় তৃণমূলকমী নিউটন শেখ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় লাল্টু শেখকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। লাল্টুর দাদা মহুবল ওরফে ভুটু শেখ মাড়গ্রাম ১নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান। মূল অভিযুক্ত সুজাউদ্দিনসহ ৬জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার সকালে লাল্টুকে দেখতে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে যায় পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

পর্যটন ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরতে

একের পাতার পর

নম্বর ব্লকের পর্যটন ক্ষেত্রগুলি নিয়ে একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই পেশ করা হয়েছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীরও উদ্যোগ নিচ্ছেন। বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্করও এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেন। বিডিও নবকুমার দাস আরো বলেন, আমরা পর্যটন দপ্তরকে প্রস্তাব দিয়েছি বাবুঘাট থেকে বুড়ুল পর্যন্ত হুগলি নদী পথে পর্যটকদের জন্য ক্রুসের ব্যবস্থা করা হোক। হাওড়া, শিয়ালদহ থেকে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সড়ক পথে কিছু বাস চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা চাইছি আমাদের ব্লক পর্যটন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। এরজন্য এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও উন্নতি হবে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার সূচনা

একের পাতার পর

হুঁকো, গড়গড়া, সিনেমার পোস্টার, ছবি, খেলার সরঞ্জাম, এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ড, ঝাড়বাতি প্রভৃতির বিবিধ সংগ্রহ। কলকাতা শহর শুধু নয়, এরাজ্যে এমন ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার সূচনা হয়ত এই প্রথম। ২৯ জানুয়ারি রবিবার সকালে এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী লেখক তথা রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক শ্রী দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট পতাকা সংগ্রাহক শেখর চক্রবর্তী, অস্ত্র বিশারদ অমিতাভ কারকুন, বিশিষ্ট সংগ্রাহক গোপাল বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কলকাতার অন্যান্য বিখ্যাত সংগ্রাহকরাও হাজির ছিলেন। বিকালে সংগ্রহশালা পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানান, একজন মানুষের পাগলামো সাধনা ভালোবাসা এসব না থাকলে এমন উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা যায় না, তিনি অপূর্ববাবুর এমন কাজকে বিশেষ কুর্নিশ জানান। অপূর্বকুমার পাণ্ডার একক সংগ্রহের এই সংগ্রহশালা আগামীদিনে বাঙলার সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠবে নিশ্চিতভাবেই। সংগ্রাহক অপূর্বকুমার পাণ্ডা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, আমি আমার উত্তরসূরীকে আমার জীবনের স্বল্পাতীত সময়ের সংশ্লিষ্ট বিষয় ও উপকরণ কেবলমাত্র বর্ণনার মাধ্যমে বোঝাতে চাই না, আমি হাতে পরখ করেই তাদেরকে দেখাতে চাই আমাদের মধ্যবিত্তের ঘরের অতীত, তাই আমার এই প্রচেষ্টা। আগামীদিনে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি।

রাস্তায় জুড়ে শয়ে শয়ে ভোটার কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী : প্রায় শতাধিক সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের কুলতলির নারায়ণতলা বাজার এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত বুধবার সকালে কয়েকজন ব্যক্তি কুলতলির নারায়ণতলা বাজারে যাওয়ার সময় দেখতে পান কয়েকশ ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বেশিরভাগ কার্ড ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, বনগাঁও, বসিরহাট বাগুইআটি, সহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকার। বাসন্তী থানার পুলিশ কার্ড গুলো উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, বুধবার সকালে বাসন্তীর কুলতলি এলাকা থেকে প্রায় ৬০০ ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় যে বা যারা যুক্ত রয়েছে তাদের কে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছি।'

অন্যদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি'র রাজ্যনেতা সঞ্জয় কুমার নায়েক বলেন, রাজ্যের শাসকদল বাসন্তী ব্লকে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে। বোমা, বন্দুকের পাশাপাশি এবার শতাধিক ভোটার কার্ড রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এর পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি'।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর তৃণমূল নেতা মন্টু গাজী জানিয়েছেন বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। যে কোন ইস্যুতে তৃণমূলকে দোষারোপ করে ফায়দা তুলতে চাইছে। সাধারণ মানুষ সেটা হতে দেবে না।'

অন্যদিকে, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার জানিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন ঘুমাচ্ছে। বাসন্তীতে বোমা ফাটছে! ভোটার কার্ড উদ্ধার হচ্ছে।ফলে আগামী দিনে যে জঙ্গিদের আনাগোনা শুরু হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। বরং আশাঙ্কা রয়েছে।'

মদ ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি রায়দীঘি : বিহারে মদ নিষিদ্ধ আর এই রাজ্যে দুয়ারে মদ বিক্রি করে রাজ্য সরকার শুধু মুনাফা লুটে চলেছে। আর এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গোটা সমাজ আর তারই প্রতিফলনে সমাজে বাড়ছে অপরাধের সংখ্যা তাই এগুলো বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই সহ একাধিক সংগঠন। মঙ্গলবার মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রায়দিঘী শাখার পক্ষ থেকে মদ ও মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে, এবং কোম্পানিরঠেক এলাকায় মদের কারখানা বন্ধ করার প্রতিবাদে রায়দিঘী থানা,রায়দিঘী আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ এবং ময়রার মহল থেকে রায়দিঘীর গোলপার্ক পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। প্রায় দেড়শতাধিক মহিলা এদিন এই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন। এদিন এর নেতৃত্ব দেন নাজিরা খাতুন,অঙ্গীরা শিকারী, সুচিত্রা শিকারী, হীরা হালদার সহ অন্যান্য নেত্রীরা। এ ব্যাপারে সংগঠনের পক্ষ থেকে নাজিরা খাতুন বলেন,বিহারের মতন রাজ্য যেটা পারে আমাদের রাজ্য কেন সেটা পারবে না। অবিলম্বে মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নাহলে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

বাঘের কামড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি কুলতলি : সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। ২৪ ঘন্টা লড়াই এর পরে কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু ঘটলো সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবির। এলাকায় শোকের ছায়া। সরকারি সাহায্য এর আশায় মৃতের পরিবার।

বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হন মৈপিঠ কোস্টাল থানার নগেনাবাদ এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী নামে এক মৎস্যজীবি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালে পূর্ণ দাস তাঁর নৌকা নিয়ে পশুপতি সরদার, সমর হালদার, সঞ্জয় চক্রবর্তী চার বন্ধু মিলে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায়। শনিবার বিকালে নৌকায় বসে কাঁকড়া ধরার চার তৈরি করার মুহূর্তে জঙ্গল থেকে পিছনের দিক থেকে লাফিয়ে নৌকার উপরে সঞ্জয় চক্রবর্তীর ঘাড়ের উপর একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় দেয়। পাশে থাকা পূর্ণ দাস, পশুপতি সরদার, সমর হালদার বাঘের সঙ্গে অসীম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে সঞ্জয় চক্রবর্তীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে ঐ দিন ভোরে। মৈপীঠ কোস্টাল এলাকার এক চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা পি জি হাসপাতালে। সেখানে রবিবার সারাদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে রাত আড়াইটা নাগাদ মৃত্যু বরন করে সঞ্জয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন তিনি। এক ছেলে এক মেয়ে। দুজনেই খুব ছোট দ্বিতীয় ও সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। ২০২৩ সালের এ পর্যন্ত বাঘের আক্রমণে সুন্দরবনের ৫ জন মৎস্যজীবির মৃত্যু ঘটলো। সব মৎস্যজীবিদের নিয়ে দীর্ঘদিন সুন্দরবন সহ সারা রাজ্য জুড়ে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সোমবার এই সংগঠনের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, এই সব গরীব মানুষদের নায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমরা লড়াই করে চলেছি। বিকল্প উপার্জন এদের জঙ্গলমুখী থেকে আটকাতে পারে। আমরা চাই, অবিলম্বে পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা সরকারি ভাবে ঘোষণা করতে হবে। ক্ষতি পূরনের ৫ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিতে হবে। কোর বা বাফার এরিয়ার অজুহাত দিয়ে বঞ্চিত করা যাবে না। সরকারকে বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হবে।

উপেক্ষা স্বত্বেও ঐতিহ্যের বহুরূপী পেশাকে বাঁচাতে

একের পাতার পর

ছায়া পাতা', 'মার্ডার', 'স্তালিন', 'কার্লমার্কস' সহ একের পর এক পালায় অভিনয় করেছেন দাপটের সাথে। তৎকালীন সময়ে নট সম্রাট স্বপন কুমার, রাখাল সিংহ, পান্না চক্রবর্তী, শিবদাস মুখার্জী, মোহন চ্যাটার্জী, বানি বিনোদ, শক্তি ভট্টাচার্য সহ একধিক তাবড় তাবড় অভিনেতার সাথে যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন।এক সময় যাত্রা জগতের মহানায়ক তপন কুমার অভিনীত 'রুপসী গঙ্গা' পালায় অভিনয় করেন। যাত্রাপালার সূচনা হয় 'রঙমহল'এ। সেই সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচিত্র জগতের মহনায়ক উত্তম কুমার। যাত্রাপালার সূচনা অনুষ্ঠানে অভিজিৎ এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উত্তম কুমার। তিনি অভিজিতের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন অভিজিৎ 'তুমি অনেক বড় হবে'। যাত্রা জগতে শেষ অভিনয় করেছেন 'নিউ চিত্তরঞ্জন অপেরা'র 'গর্ভধারিণী মা'। মোট ২৪৬ টি যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। পরবর্তী সময় যাত্রা ছেড়ে উত্তম কুমারে ছায়ায় চলচিত্র জগতে পা রাখেন। প্রথম অভিনয় করেন 'অমানুষ' ছায়াছবিতে। যার শুটিং হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি এলাকায়। পরে 'হারানো সুর' , 'কপাল কুন্ডলা' , 'সন্তানের চোখে জল' ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন।

১৯৮৪ সালে মহানায়ক উত্তম কুমার এর প্রয়াণের পর অভিনয় জগৎ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। কয়েক বছর পর আবার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কুমার অভিজিৎ। বহুরুপী সাজে সঙ্ সেজে জেলা, রাজ্য তথা দেশের কাশ্মীর, অসম, দিল্লি, বিহার, ওড়িষ্যা সহ অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দেন বিলুপ্ত এই প্রাচীন বহুরূপী পেশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

মধুসুদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রামমোহন, বিদ্রোহী কবি নজরুল, ক্ষুদিরাম থেকে শুরু মহাভারতের কংস, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, রামায়ণের রাবণ, হনুমান, সীতা, লক্ষ্মী, দুর্গা, শিব এমনকি হালের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রুপ ধারণ করে সর্বত্র প্রচার করেছেন বহুরুপী পেশা কে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন করে।

একদা হলদিয়ার দাপুটে নেতা লক্ষ্মণ শেঠের হলদিয়া উৎসব অনুষ্ঠানে রহুরুপী সেজে হাজির হয়েছিলেন অভিজিৎ। সেখানে তার দূরদর্শিতা দেখে হিন্দি সিনেমার হেমা মালিনী নগদ ১০ হাজার টাকা পুরষ্কার দিয়েছিলেন। এছাড়াও বহুরুপী সেজে মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম, ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলী, রাজ্যপাল শ্যামল সেন সহ একাধিক ব্যক্তিত্বকে। পাশাপাশি সাক্ষাৎ ও করেছেন।

অভিজিৎ এর কথায় 'এই পেশা বহু প্রাচীন। এটি বাংলার ঐতিহ্য। এই পেশাকে জনপ্রিয় করতে আমি এখনও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বে।াই।ভোর ৫ টায় বাড়ি থেকে বের হই। ফিরে আসি রাত ১০ টায়। এটা আমার নিত্য কর্মসূচী। সারা জীবনে কিছুই পেলাম না।ভাঙা কুঁ।ে ঘুরে থাকতে হয়। হয়তো গঙ্গার জলেই আমার স্বপ্ন তলিয়ে যাবে। রাজ্য সরকার এই শিল্পকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক।'

বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত ৬৮ উর্দ্ধ অভিজিৎ জয়নগর, বারুইপুর, সোনারপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বজবজ লাইনে বহুরূপী সেজে ঘুরে বেড়ান। যে যা দেয় তা তিনি গ্রহণ করেন হাসিমুখে। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী সমিত্রা, এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের অবশ্য বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।

হরবোলা, কবিতালেখা, আবৃত্তি, নৃত্য, বক্তৃতা, অভিনয় এবং অঙ্কনে পারদর্শী অধীর ওরফে অভিজিৎ যেন এ যুগের সব্যসাচী'।

দাঁইহাটে ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য আতঙ্কিত বাসিন্দারা

দেবাশিস রায়: ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত দাঁইহাট শহরের বাসিন্দারা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী এই শহরে কিছুকাল দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ ছিল। মনে প্রাণে বেশ স্বস্তিতেই ছিল শহরবাসী। স্বাভাবিক জীবনযাপনে হঠা তাল কাটল ৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকালে। শহরের পাতাইহাটে একটি প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি এলাকার একাধিক বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনা নজরে আসতেই এদিন সাতসকালেই বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুষ্কৃতীরা গভীর রাতে পাতাইহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাধিক গেট এবং দরজার হ্যাজবোল্ট ভেঙে বাসনপত্র, নগদ অর্থ, ডাল প্রভৃতি চুরি করেছে। একইসাথে একাধিক আলমারির পাল্লা ভেঙে যাবতীয় কাগজপত্র, ফাইল প্রভৃতি লণ্ডভণ্ড করে। ওই রাতেই স্কুলের পাশেই একটি এবং ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আরও একটি বাড়িতে দুষ্কৃতীরা ঢুকে তাণ্ডব চালায়। ফাঁকা ওই দু'টি বাড়ির দরজা ও গ্রিল ভাঙে দুষ্কৃতীরা। এমনকী, একটি বাড়িতে ঘরের ভিতরে ঢোকার জন্য অ্যাসবেস্টসের ছাদও ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে দুষ্কৃতীদের দুঃসাহসিক মোটিভ এবং পরপর দৌরাত্ম্যের ধরনে এলাকাবাসী রীতিমতো হতভম্ব এবং সেইসঙ্গে আতঙ্কিত। ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি তদন্তে নামে দাঁইহাট ফাঁড়ির পুলিশ। ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের পরিস্থিতির সরেজমিনে দেখতে আসেন দাঁইহাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অজিত বন্দ্যোষপাধ্যায় সহ এলাকার অসংখ্য বাসিন্দারা। একসময় দাঁইহাট ফাঁড়ির ইনচার্জ লাল্টু পাণ্ডে নিজে এসে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পাতাইহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি ভক্ত বলেন, আমাদের স্কুলবিল্ডিংটি রং করার কাজ শুরু হয়েছে কয়েকদিন হল।এদিন সকালে সেই কাজের তদারকি করতে এসেই দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব সহ চুরির ঘটনাটি নজরে পড়ে। তারপর পুলিশ সহ ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানাই। এদিন আমার স্কুল থেকে শ'চারেক নগদ টাকা, মিড ডে মিলের অনেকগুলি বাসনপত্র চুরি হয়েছে। দুষ্কৃতীরা একাধিক আলমারি ভেঙে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করেছে। এঘটনায় আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে পরদিন দুপুরে জরুরী বৈঠকেও বসেছিলাম। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আগে প্রায়শই চুরির ঘটনা ঘটত। গভীর রাত পর্যন্ত অসামাজিক লোকজনের চলাফেরা লেগেই থাকত। তারপর ঘন ঘন পুলিশি টহলদারিতে এতদিন দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য কার্যত বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ফের মাথাচাড়া দেওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা অবিলম্বে জোরদার পুলিশি টহলদারির দাবি জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পাতাইহাট স্কুলে চুরির ঘটনার যথাবিহিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

পঞ্চায়েতে প্রভাব ফেলবে মতুয়া বিক্ষোভ

একের পাতার পর

জন্ম হয়নি। আমরা তো গণতান্ত্রিক রাজ্যে বাস করি। আর মতুয়াদের জোর করে কিছু করানো যাবে না। মতুয়ারা ভালবাসার বন্ধনেই আবদ্ধ হয়। মতুয়াদের এই সাম্প্রদায়িক অনুভূতিতে কোনও রাজনৈতিক আবহ নেই। শাসকদলের অনেক নেতাকর্মীরা মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর এই ভুল বক্তব্য তাদেরকেও আহত করেছে।' সাম্প্রতিক এই মতুয়া বিক্ষোভ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে, 'এটা অসম্ভব নয়', বলে মন্তব্য করেন তিনি।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রেসক্লাবে আন্তর্জাতিক মতুয়া পরিষদের তরফ থেকে এক সভারও আয়োজন করা হয়। সভাটি পরিচালনা করেন ড. সুকেশ চন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, মতুয়া সাধু গোঁসাই, পাগল, দলপতি, হরিগুরুচাঁদ নামাঙ্কিত সমস্ত ধর্মীয় সামাজিক গণ সংগঠনের সভ্যবৃন্দ, বহুজন মূলনিবাসী সমস্ত সামাজিক গণ সংগঠনের সভ্যবৃন্দ এবং হরিগুরুচাঁদ অনুরাগী অনুসারে সমস্ত ভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মতুয়াদের উপাস্য ভগবান হরিগুরুচাদ ঠাকুরের নাম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে রঘু চাঁদ এবং গরুচাঁদ বলে সম্মোধন করেছেন। তাতে কোটি কোটি মতুয়াদের ধর্মীয় ভাবাবেগে এবং তাদের হৃদয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আগামী সাত দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভুল সংশোধন করে সঠিক বিবৃতি দিতে হবে। যদি তার ভুল স্বীকার করে সঠিক বিবৃতি না দেন তাহলে সারা বিশ্বের মতুয়াদের পক্ষ থেকে সারা বাংলার মতুয়াদের এবং গুরুচাঁদ নামাঙ্কিত সমস্ত ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের এবং বহুজন মূলনিবাসী সংগঠনের সকলকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মতুয়া পরিষদের ব্যানারে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১ ঘটিকায় আমরা নবান্ন অভিযান গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। উক্ত অনুষ্ঠানে ডঙ্কা কাশি নিশান সহযোগে সকল মতুয়াদের এবং সমস্ত ধর্মীয় সামাজিক মূলনিবাসী বহুজন সংগঠনের সভ্যবৃন্দের উপস্থিতি একান্তভবে কামনা করি।

প্রসঙ্গত যেসব সংগঠনের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মতুয়া পরিষদের ব্যানারে এই আন্দোলন সংঘটিত করা হবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরি গুরুচাঁদ জাগরণী মত

মহানগরে

কমছে মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৩ – এ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দু'লাখের অধিক কমে গেল। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আট লক্ষের কিছু বেশি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব সুব্রত ঘোষ বলেন, রাজ্যে এবার প্রায় চার হাজার পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ – এর মাধ্যমিকে মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী ছিল ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০০ জন। কিন্তু পরীক্ষায় বসেছিল ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৭৫ জন। এদিকে, ২০২৩ – এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা – ২০২৩ – এর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আগামী ৬ মার্চ সোমবার থেকে পরীক্ষার্থীদের বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব তাপস মুখোপাধ্যায়। আগামী ১৪ মার্চ মঙ্গলবার প্রথম ভাষার পরীক্ষা (ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, নেপালি, গুজরাটি, সাঁওতালি, তেলুগু, পাঞ্জাবি) দিয়ে শুরু আর আগামী ২৭ মার্চ সোমবার জিওগ্রাফি, হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, স্ট্যাটিস্টিক্স, কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন দিয়ে শেষ হবে।

পর্যবেক্ষণ : আদিগঙ্গার (ইলিশ) সংস্কার–সৌন্দর্যায়নের কাজ খতিয়ে দেখতে নৌকায় চেপে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে স্থানীয় ৯ বরো'র অধ্যক্ষা দেবলীনা বিশ্বাস, স্থানীয় ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায় ও টলিনালা প্রজেক্ট ডিরেক্টর জেনারেল সৌমিত্র ভট্টাচার্য। ৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রথম দফায় কলকাতা পৌর এলাকায় ৪.৭ কিলোমিটার আদিগঙ্গার নাব্যতার সংস্কার ও তীরের সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। আপাতত ব্যয় হবে ১১.১৬ কোটি টাকা। কাজ শেষ হতে আরও দু'বছর সময় লাগবে।

অ্যাডেড এরিয়ায় একটাই ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকা বা অ্যাডেড এরিয়ায় এবার থেকে একটাই ঠিকানা থাকবে। অ্যাডেড এরিয়ার ১০১ – ১৪১ ও বর্তমানে আরও তিনটি ওয়ার্ড ১৪২ – ১৪৪, এই ৪৪টি ওয়ার্ডে একটি প্লটের দু'টি ঠিকানা। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, এবিষয়ে সার্ভের কাজ চলছে। একটি প্লটের একটা আছে পোস্টাল অ্যাড্রেস আর আরেকটা আছে কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড কালেকশন ডিপার্টমেন্টে প্রেমিসেস নং ও স্ট্রিট নেম। এই দু'টি অ্যাড্রেসকে একটাতে নিয়ে আসার কাজ ইতোমধ্যেই চালু রয়েছে। এই কাজটা কিছু দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ অ্যাডেড এরিয়ায় একটি প্লটের একটাই ঠিকানা থাকবে। এরফলে কলকাতা পৌরসংস্থার জমি–বাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজকর্মে যেমন প্রভূত সুবিধা হবে তেমনই কলকাতা পৌরবাসীরও সুবিধা হবে।

শহরকে আবর্জনা মুক্ত করতে তৈরি হচ্ছে কম্প্যাক্ট স্টেশন

বরুণ মণ্ডল : ২০১০ – এর জুলাই থেকে কলকাতা পৌর এলাকাকে পরিচ্ছন্ন ও আবর্জনা মুক্ত রাখতে বিশ্বের সেরার সেরা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও কলকাতার বিভিন্ন পকেটে দিনের পর দিন রাস্তায় রাস্তায় জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ২০১০ – এর জুলাই থেকে কলকাতা পৌরসংস্থা যতগুলি নজরকাড়া কাজ করেছে, কম্প্যাক্টর স্টেশন স্থাপন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ও আধুনিক কাজ। কলকাতায় ২০১২ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার কালীঘাটে কম্প্যাক্টর স্টেশন তৈরি করা হয়। এখন পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডে মোট ১৩০টি স্টেশনারি কম্প্যাক্টর স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে। এবং কলকাতায় ৯৫টি মুভেবল

কম্প্যাক্টর স্টেশন চালু করা হয়েছে। এই ১৩০ স্টেশনারি কম্প্যাক্টরের মধ্যে বর্তমানে সাতটি কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেরাই অপারেশন ও মেন্টেনেন্স করে থাকে। ইমার্জেন্সি সময়কালে কলকাতা পৌরসংস্থা যাতে নিজেরাই অপারেশন ও মেন্টেনেন্স করতে পারে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। এবং বাদবাকি ১২৩টি স্টেশনারি কম্প্যাক্টরের অপারেশন ও মেন্টেনেন্স কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে চালানো হবে। তবে মূলত এই কম্প্যাক্টর গুলি যারা নির্মাণ করে, তাদের সঙ্গেই কলকাতা পৌরসংস্থার চুক্তি হয়, মেশিন বসানোর পর থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর তাদের হাতেই মেন্টেনেন্সের ভার দেওয়া হয়। মুভেবল কম্প্যাক্টরের মধ্যে ৪২টি কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেরাই চালায় ও মেন্টেনেন্স করে। বাকি ৫৩টি বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে চালানো হয় এবং তার মেন্টেনেন্সও করা হয়। এতো এতো কিছু ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও কলকাতা শহরে যত্রতত্র জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় কলকাতাবাসী চোখে। পৌর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের অন্দরের খরব এটাই এখন ভাবাচ্ছে ওই দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথিক এবং দোকানদারেরা যাতে যত্রতত্র ময়লা ও বর্জ্য ফেলে রাস্তা ও ফুটপাথকে নোংরা করতে না পারেন, সে উদ্দেশ্যে সমগ্র শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বর্জ্যপত্র যথাযথ ভাবে স্থাপন করা হয়েছে ও আরও হচ্ছে।

বেহালার জেমস লঙের সৌন্দর্যায়ন

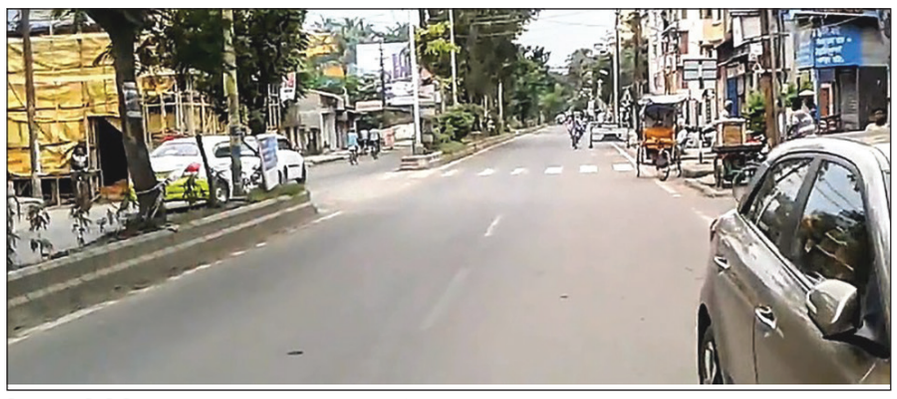

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার জেমস লঙের ফুটপাথের উন্নয়ন ও আলোকায়নের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার ডিজি (সিভিল) – র নেতৃত্বে রাস্তার ডিভাইডারের সৌন্দর্যায়নের কাজ হচ্ছে। স্থানীয় ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, আমার ওয়ার্ডের অন্তর্গত জেমস লঙ সরণির দুই ধারে ভূপেন রায় রোড ক্রসিং থেকে রাজা রামমোহন রায় রোড ক্রসিং পর্যন্ত অঞ্চলে প্রায় ২০টি রেস্টুরেন্ট, দু'টি শপিং মল এবং ইস্টার্ন রেলের একটি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রয়েছে। এই অঞ্চলটি বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার খাদ্যবিলাসী মানুষের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। আমার ওয়ার্ডের প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাপী জেমস্ লঙ সরণিসহ তারাতলা থেকে জোকা পর্যন্ত গোটা সাড়ে সাত কিলোমিটারের জেমস লঙের রাস্তার দু'ধারের পিডব্লুডি'র তৈরি করা নিকাশি নালার ওপর নির্মিত ফুটপাথ ভাঙা, চড়াই–উতরাই ফুটপাথ। ফুটপাথের ধারে কোনও রেলিং নেই এবং রাস্তার আলো অপ্রতুল। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে রাস্তার দু'ধারের ফুটপাথের উন্নয়ন, ফুটপাথ এবং রাস্তার মধ্যে রেলিঙের ব্যবস্থা করা, ডেকোরেটিভ আলোর ব্যবস্থা করা জনসাধারণের জন্য শৌচালয় স্থাপন, পরিকল্পিত পার্কিংয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করার দাবী করছি। এরই সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ১৬ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ পাশের ১২৩ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি সুদীপ পোল্লের দাবী তারাতলার ১১৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪ ও ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে যাওয়া পুরো জেমস লঙের ফুটপাথের সৌন্দর্যায়নের কাজ করা দরকার। পিডব্লুডি – র কাজে ফুটপাথ চড়াই–উতরাই হয়ে গিয়েছে। উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, সুদীপ পোল্লে বোর অধ্যক্ষ হিসাবে আগে একটা প্রোপোজাল আনা উচিত ছিল। আসলে এই রোডের মালিকানা নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। রাস্তার কিছুটা কেএমডিএ করেছে। কিছুটা পিডব্লুডি করেছে আবার কিছুটা কলকাতা পৌরসংস্থা উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার সিভিল ডিপার্টমেন্টের তরফে সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দু'ধার দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

ভাঁড়ার হালে ব্রাত্য ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরাঞ্চলে খেলাধুলার প্রসারের জন্য আগামী অর্থবর্ষে (২০২৩ – '২৪) ওয়ার্ড পিছু অর্থ কী বরাদ্দ করা যেতে পারে? ওই অর্থ দিয়ে কী প্রতি ওয়ার্ডে একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ফুটবল বা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা করা সম্ভব? মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আসলে বিশ্বরূপ দে নিজে একজন খেলার জগতের মানুষ। নিশ্চিত ভাবে খেলাধূলার বিষয়ে একটা আলাদা উৎসাহ থাকে। আমাদের কলকাতা পৌরসংস্থা যেরকম একটা হয়, আপনারা এটা নিশ্চয়ই জানেন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে সেটা সিএবি একটা 'মেয়রস্ কাপ' করে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে খেলাধুলার বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৯৮০–র আইনে আমাদের কোনও সংস্থান নেই। সেজন্যই এক্ষুনি আর কলকাতা পৌরসংস্থার ভাঁড়ার যা হাল তাতে এ মুহূর্তে এটা করা অসুবিধা আছে। যদিও রাজ্য সরকার কিছু জায়গায় তাদের ক্রীড়া দফতরের মাধ্যমে আমাদের প্রতি ওয়ার্ডে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী কিছু দিয়ে থাকে।

লেন্স বার্তা

হাম এবং রুবেল ভ্যাকসিনের ভ্যাকসিনেশন সারা রাজ্যব্যাপী চলছে। চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের সবকটি স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে চেতলার বিভিন্ন আই সি ডি এস সেন্টারেও চলেছে এই শিবির। সাতখানা সেন্টারের মধ্যে আজ সর্বশেষ সেন্টার চেতলার হিন্দ সংঘ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবির হয় চারটে আর এল এ অঞ্চলের সেন্টার এবং একটি খিদিরপুর আইসিডিসিএস এলাকার সেন্টারের জন্য। যারা এখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি বা কোনো কারণে স্কুলে নিতে পারেনি সেই সব বাচ্চারা উপস্থিত ছিল এই শিবিরে। তবে এখানে এটাও চোখে পড়ে এলাকার মানুষের মধ্যে এখনো তেমন সচেতনতা তৈরি হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে তারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এই ভ্যাকসিন দেওয়াতে নারাজ অনেক বোঝানো সত্ত্বেও তারা বাচ্চাদের নিয়ে চলে যায় ভ্যাকসিন না দিয়ে।

সমুদ্র দেখতে গেলে, চেয়ার ছেড়ে যেতে হবে প্রায় ১–২ মাইল পথ, তাই ছুটির দিনগুলোতেও প্রায় পর্যটক শূন্য বকখালি সৈকত।

লেম্প পোস্টে ঝুলছে অচল ক্যামেরা, বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আবর্জনার বাক্স, প্রশাসন থেকে পর্যটক সবারই যেন গাছাড়া ভাব, বকখালিতে।

বেজেছে ভোটের দামামা, তাই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বেড়েছে 'স্বপ্ন সত্যি

ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

ছোটো হাতে অঙ্কনে পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত কবিগুরু সরণি যুব সম্মিলনীর উদ্যোগে ৫ ফেব্রুয়ারিতে ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি ভিন্নধর্মী অঙ্কন প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা হয়। কিন্তু শুধু প্রতিযোগিতাই নয়, এর পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতামূলক বিশেষ এক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সঠিক জায়গায় সঠিক ময়লা ফেলা সকল বয়সের মানুষের, প্লাস্টিকজাত দ্রব্য(প্লাস্টিক ব্যাগ) চিরতরে বর্জন করে পরিবেশ বান্ধব পাট দিয়ে তৈরি ব্যাগের প্রচলন বিষয়ক আলোচনা হয়। ক্যাপ্টেন সি এস অধিকারী, কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ তারক সিং, জল সরবরাহ প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল বিভাস মাইতি, শ্রদ্ধা আই ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর সঞ্জয় কেজরিওয়াল, সোনালী দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে ক্লাবের সদস্য বাপন দাস, স্বপন মণ্ডলদের এই সময়োপযোগী প্রয়াসে প্রাঙ্গণে সবার নজর কাড়ে নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, বিকাশ ভট্টাচার্যের মতো বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের ছবি ও তাদের চিত্রকলা। ক্লাব সদস্য বাপন দাস বলেন, কলকাতা মহানগরে অঙ্কন প্রতিযোগিতা বহু জায়গায় হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে তা কিছুটা ভিন্ন রকম। উঠতি তরুণ চিত্রশিল্পীদের চেনাতে ও জানাতে এখানে বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রতিথযশা চিত্রশিল্পীদের ছবি ও তাদের চিত্রকলাকে তুলে ধরা হয়েছে। এদের দেখে এখনকারের চিত্রশিল্পীরা অন্তত উপলব্ধি করবে বাংলার চিত্রকলার স্থান ও গুণমান কোন স্তরে রয়েছে।

এক যুগ পর ঝাড়গ্রামের হারানো ছেলে ফিরল মায়ের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন এক রূপোলি পর্দার কাহিনী। সোশাল মিডিয়ার সৌজন্যে এক যুগ আগে হারানো ছেলেকে ফিরে পেলেন মা। নিখোঁজ এক যুবক স্মৃতি ফিরে পান মাস দু'য়েক আগে রাজস্থানের একটি আশ্রমে। আশ্রম কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খোঁজ পেয়ে ঝাড়গ্রামের তিন সমাজসেবীর উদ্যোগে ভারসাম্যহীন ওই যুবককে ঘরে ফেরানো হল। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর–২ ব্লকের খামার গ্রামের আদিবাসী যুবক অরবিন্দ সিং কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন রাজস্থানে। সেখানে ঠিকাদার সংস্থার তরফে গাড়ি চালাতেন অরবিন্দ। অরবিন্দের বাবা দিনমজুর জগন্নাথ সিং বলেন, ১২ বছর আগে বড় ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। ওর সামান্য মানসিক সমস্যা ছিল। অনেক জায়গায় খোঁজখবর করার পর আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। গত ১২ ডিসেম্বর কয়েকজন বাড়িতে এসে যখন ছেলের কথা বলেন, আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা থাকার দরুণ ওঁরা আমার ছেলেকে খুঁজে দিয়েছে। ওঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ২০১১ সালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান অরবিন্দ। তারপর ঘুরতে ঘুরতে রাজস্থানের 'আপনা ঘর আশ্রম'–এ তাঁর ঠাঁই হয়। সেখানে কিছুদিন আগে তাঁর নাম, বাড়ির ঠিকানা বলেন অরবিন্দ। গত ৫ ডিসেম্বর সোশাল মিডিয়া দেখে জামবনি থানার চিচিড়া স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কৌশিক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রাজস্থানের এক ব্যক্তি। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পুরো বিষয়টি মন দিয়ে শোনেন তিনি। তারপর পাশের থানার বাসিন্দা তথা সুবর্ণরেখিক রেলপথ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি সত্যব্রত রাউতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কৌশিক। তিনি অরবিন্দের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অরবিন্দ সিংয়ের পরিবারের খোঁজ মেলে। এরপর খামার গ্রামে অরবিন্দের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা জানকী ও বাবা জগন্নাথ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন কৌশিক ও সত্যব্রত। কয়েকদিন আগে সোনারপুরের স্বর্ণদীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের শ্রীকান্ত বধূককে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেন কৌশিক দাস ও অরবিন্দ সিংয়ের ভাই রবি সিং। রাজস্থানের 'আপনা ঘর আশ্রম' পৌঁছে প্রয়োজনীয় নথি দেখানোর পরে অতবিন্দ সিংকে তাঁর পরিবারের সদস্যর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে কৌশিক দাস ও শ্রীকান্ত বধূক জানাচ্ছেন, অরবিন্দের মানসিক সমস্যা রয়েছে। মাঝে মধ্যে স্মৃতিলোপ হচ্ছে। ওই ১২টা বছর কোথায় কীভাবে ছিল কিছুই বলতে পারছে না। ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালোভাবে চিকিৎসা করালে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় চালু হল ১ টাকার পাঠশালা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : সম্প্রতি ক্যানিং মহকুমা এলাকা তালদি এলাকায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শুরু হল ১ টাকার পাঠশালা। যেখানে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে মাসিক বেতন বাবদ ১ টাকা করে দিতে হবে। শিশু থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা বই, খাতা, পেনসিল ব্যাগ এমনকী স্কুলের পোশাকও দেওয়া হবে ১ টাকার পাঠশালার তরফ থেকে। বর্তমানে তালদি এলাকায় ১ টাকার পাঠশালা ২২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পথচলা শুরু করেছে রবিবার থেকে। ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বিকাল ৪ টে থেকে ৬ টা পর্যন্ত ১ টাকার পাঠশালায় পড়াশোনার কাজ চলবে। প্রতিদিনই দায়িত্বে থাকবেন ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। উল্লেখ্য, বর্তমানে যখন ডিজিটাল ভারত, ডিজিটাল বাংলায় পাকা স্কুলে এবং অনলাইনে পঠন পাঠনে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রত্যন্ত প্রান্তিক গ্রামের শিশুরা খেলায় মত্ত। তাদের পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য একবেলা পেটের খাবার জোগাড় করা দায়। সেখানে স্কুলে ভর্তি কিংবা পড়াশোনা ব্যাপারটা নিছক বাহুলতাড়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্বর্ণদীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট বিগতদিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজসেবামূলক কাজ করেছে। সেই সূত্রে বেশকিছু অসহায় অশিক্ষিত মানুষজন তাদের কাছে আবেদন করেছিলেন, এলাকায় যদি শিশুদের বিনাব্যয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয় তবে ভালো হবে। প্রান্তিক গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের কাছে এমন অভিনব উপদেশ পেয়ে পরিকল্পনা শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তিন সদস্য শ্রীকান্ত মধুপ, ঝর্ণা মণ্ডল ও সুদীপ মণ্ডলরা। মাঘী পূর্ণিমার পূণ্যলগ্নে ক্যানিংয়ের তালদি এলাকায় শুরু হয় স্বপ্নের ১ টাকার পাঠাশালা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় এলাকার মানুষজন প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে, স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য শ্রীকান্ত মধুপ জানিয়েছেন শিশুরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যত। তারা যদি নিরক্ষর থাকে আমাদের তথা দেশের ক্ষতি। যার ফলে অসহায়,দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে করে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আগামী দিনে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্তিক এলাকায় আরো ১ টাকার পাঠশালা তৈরি করা হবে শিশুদের কথা মাথায় রেখে।'

মাঙ্গলিকী

জাগরণী নাট্য উৎসব ২৫'এ পা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহামারীর জন্য দু বছর বন্ধ থাকার পর ফের নতুন উদ্যোগে বাখরাহাটে গত ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি চারদিন ব্যাপী নাট্য উৎসব উৎযাপিত হল মহাসমারোহে। জাগরণী নাট্য সংস্থার প্রাণপুরুষ বুবাই মালের প্রচেষ্টায় বাখরাহাট মাখালিয়া গড়ে উঠেছে সংস্থার নিজস্ব দ্বিতল উৎপল দত্ত নামাঙ্কিত ভবন এবং জোছন দস্তিদার নাট্য মঞ্চ। প্রতিদিন তিনটি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। বসিরহাট, বজবজ, টালিগঞ্জ, বেহালা, বালিগঞ্জ থেকে বিভিন্ন নাট্য সংস্থা তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে। শেষ দিনে জাগরণীর নিজস্ব প্রযোজনায় সদ্‌গতি ও রং নামে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। বুবাই মালের নির্দেশনা ও অভিনয়ে মুগ্ধ এলাকাবাসী। বিভিন্ন দিনে নাট্য ব্যক্তিত্ব শাশ্বতী দাস, সুবীর রায়চৌধুরী, নটরাজ দাশ, সৌমিত্র বসু ও শুভাশিষ ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে উজ্জ্বল এবং সার্থক হয় নাট্যমঞ্চ। অপরদিকে বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, সামিমা সেখ ও রাখী ঘোষ প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা আলোকিত করেন নাট্য মঞ্চ। সকলেই জাগরণীর সাফল্য কামনা করে সাধ্য মতো সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শেষ দিনে আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামীকে সম্মানিত করে জাগরণী নাট্য সংস্থা। সাংবাদিক গোস্বামী বলেন ধর্ম আন্দোলনে, গণ আন্দোলনে, রাষ্ট্র বিপ্লবে এবং সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় যুগে যুগে নাটককেই হাতিয়ার করে এসেছে মানুষ। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। জাগরণী নাট্য সংস্থার পিছনে এলাকার মানুষদের সমবেত সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেবজিৎ দাস ইন্সটিটিউটের ১ম বর্ষের পূর্তি অনুষ্ঠান শেষ হল গত ১ ফেব্রুয়ারি মাখালিয়ার জাগরণী নাট্যমঞ্চে। বিশিষ্ট কোরিওগ্রাফার এলেন স্যারের ছাত্র দেবজিত। ডান্স বাংলা ডান্সএর প্রতিযোগীদের সঙ্গে কো–ডান্সার হিসাবে দেবজিৎ কাজ করেছে। শারদিয়া কার্নিভালে ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্কের মিছিলে নৃত্যরত অবস্থায় দেখা গেছে দেবজিতকে। রবীন্দ্র নৃত্য ক্ল্যাসিকাল ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য ও আধুনিক নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কচিকাঁচারা যে ভাবে নিজেদের মেলে ধরল তার জন্য প্রশিক্ষকের কৃতিত্বকে মান্যতা দিতেই হয়।

হাওড়া বইমেলা

অশোক সেন : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল হাওড়া বইমেলা। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরুপ রায়। ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মিত্র, সুশোভন চ্যাটার্জি এবং আরও অনেকে। ছিল ৬০টির বেশি বুক স্টল। পত্রভারতী, এনই পাবলিকেশন, সেন ব্রাদার্স, মন্দাক্রান্তি, বাণীশিল্প, মিত্র ও ঘোষ, দেব সাহিত্য কুটীর, আনন্দ পাবলিশার্স, আনন্দ প্রকাশন, মান্থা পাবলিকেশন, ছোটদের কচিপাতা, পাণ্ডুলিপি, মহুয়া পাবলিশার্স ছাড়াও ছিল হাওড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল। বিভিন্ন দিনে ছিল সাংস্কৃতিক এবং কবি সম্মেলন অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহের সুচারুভাবে পরিকল্পনা করার দাবি রাখেন সমর মুখার্জি, মিতা ভট্টাচার্য, মৌমিতা, রাজীব চন্দ্র। সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে প্রথম দিনেই ছোট্টশিল্পী প্রিয়াংশু নাথ দে শ্রোতার মন জয় করে। এরপর সন্ধ্যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিলেন রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, সুভায়ু ভট্টাচার্য, শুভেন্দু ঠাকুর, ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত সঞ্চিতা ভট্টাচার্য প্রমুখরা। নৃত্য নিবেদনে ছিল ড্যানসার্স গিল্ড, নৈবেদ্য, ঘুঙুর প্রভৃতি নৃত্যদল। নিবেদিতা দে ও অলোকা চক্রবর্তীর আবৃত্তি পরিবেশন সকলের বহুদিন মনে থাকবে। পড়ুয়াদের ভিড় ছিল প্রতি বছরের মতো। ৮ লক্ষ টাকারও বেশি বই বিক্রি হয়।

বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবনে ৭ দিন ব্যাপী দোল উৎসব

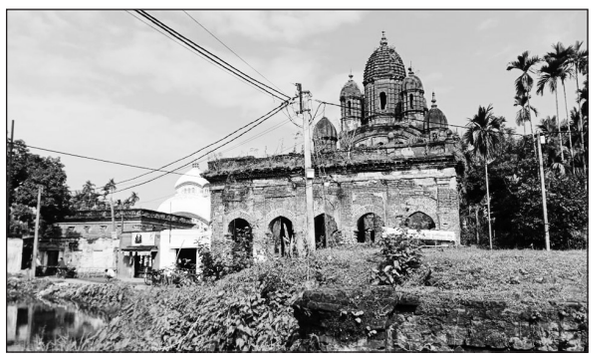

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার বাওয়ালী একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মণ্ডল জমিদারদের অসংখ্য মন্দির ও স্থাপত্য ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। একদা বাওয়ালীকে বলা হতো গুপ্ত বৃন্দাবন। মণ্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দিরগুলো অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটি সেই মন্দিরগুলো সংস্কার করে প্রাচীন গুপ্ত বৃন্দাবনকে আবার ফিরিয়ে আনছে। খুব শীঘ্রই প্রাচীন বিগ্রহগুলো আবার মন্দিরে শোভা পাবে। গত দুবছর ধরে এখানে দোলের দিন দোল উৎসব পালিত হচ্ছে। প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এখানে। এবছর সেই দোল উৎসব তৃতীয় বছরে পদার্পণ করবে। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানালেন, এ বছর ৬ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী দোল উৎসব উদযাপিত হবে। ৬ মার্চ হবে নেড়া পোড়ানো। ৭ মার্চ সকালে প্রভাত ফেরী, সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত টিফিন বিতরণ ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বাউল গান, ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অভিষেক পর্ব, তারপর প্রসাদ বিতরণ দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ভোগ পরিবেশন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাউল গান। ৮ মার্চ গুপ্ত বৃন্দাবনের ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করবেন। ৯ মার্চ বাহক সম্প্রদায় পরিবেশন করবে মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান। ১০ মার্চ যোগা নৃত্য। ১১ মার্চ থাকবে নাম সংকীর্তন। সুমন্তবাবু বলেন, গুপ্ত বৃন্দাবনে প্রবেশের জন্য কোনো প্রবেশমূল্য নেই। তিনি সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

বাংলার জীবনযাত্রা বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত কাছারি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগে বাংলার জীবনযাত্রা অনুষ্ঠানে, ৩২ দিনব্যাপী ২৭তম যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সভাপতি অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সাংসদ ডঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সভাপতি বীণা মণ্ডল, শান্তনু বসু, বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বারাসত পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, মধ্যমগ্রাম পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, জেলাশাসক শারদকুমার দ্বিবেদী, পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক পল্লব পাল। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে যাত্রার শুভ সূচনা করেন অরূপ বিশ্বাস বলেন, '২০১২ সাল থেকে বারাসতের কাছারি ময়দানে এই বাৎসরিক যাত্রা উৎসবের শুভারম্ভের শুভ সূচনা হয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা ঢাকিদের জন্য আর্থিক সহযোগিতারও ব্যবস্থা করেছেন।' এই যাত্রা মঞ্চ থেকে ১০৬ জনকে শান্তিগোপাল ও তপন কুমার পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৫০জন দুঃস্থকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

পণ্ডিত সিয়ারাম তিওয়ারির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

সোমনাথ পাল : সম্প্রতি বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারে পণ্ডিত সিয়ারাম তিওয়ারিরস্মৃতির উদ্দেশ্যে এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 'বাণী, বীণা, বেণু'–আয়োজন করেছিল পণ্ডিত সিয়ারাম তিওয়ারি মেমোরিয়াল সঙ্গীত ট্রাস্ট, পাটনা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার এবং আগামী প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আরো উৎসাহিত করতে পণ্ডিত সিয়ারাম তিওয়ারি মেমোরিয়াল সঙ্গীত ট্রাস্ট, পাটনা সহ সারাদেশ ব্যাপী ১০টি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নিয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি সেই কর্মসূচির দ্বিতীয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে পন্ডিত সিয়ারাম তিওয়ারীর নাতি এবং পন্ডিত অভয় নারায়ণ মল্লিকের শিষ্য ডক্টর সুমিত আনন্দ পান্ডের ধ্রুপদী সঙ্গীত দিয়ে সন্ধ্যা শুরু হয়। তিনি গোধূলি রাগ 'মারওয়া'–তে একটি প্রাণময় 'আলাপ' দিয়ে শুরু করেন। তারপরে 'চৌতাল' রাগের ওপর দামপতি ভূপ ভায়ে, রূপ বিসাত করি এবং সবশেষে 'বসন্ত' রাগের ওপর দুটি গেয়েছেন একটি ধম্মর তালে, ক্যাসে হোরি খেলান জাউ ব্রজ আমি এবং অন্যটি 'আয়ি বসন্ত বাহার, ফুলি বন বেলি। পাখওয়াজে তার সঙ্গে ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। এর পরে ছিল জয়দীপ মুখার্জির সুরশ্রীঙ্গার এবং সরোদ পরিবেশ। তিনি সুরশ্রীঙ্গারে রাগ 'বসন্ত গৌরী' –'আলাপ' দিয়ে শুরু করেন তারপরে সরোদে রাগ 'ইমন কল্যাণ' এ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় তার সঙ্গী ছিলেন দেবাশিস সরকার। সন্ধ্যার সমাপ্তি করেন বাঁশিবাদক পরমানন্দ রায়। তিনি রাগ 'শাম কল্যাণ', ঝাপতালে 'ঝুমরা' এবং মধ্যলায়ে একটি 'বিলম্বিত' পরিবেশন করেন। এর পরে ড্রুট টিনটালে উজ্জ্বল শাহানা। তিনি তবলায় দুর্জয় ভৌমিকের সঙ্গে দারুণভাবে সুরেলা পাহাড়ি ধুন দিয়ে তার পরিবেশন শেষ করেন।

ইমরানের কণ্ঠে নতুন গান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে দুই বাংলার নতুন প্রজেক্টের মধ্যমণি গায়ক ইমরান মাহমুদুল। নতুন রোমান্টিক গান 'তুমি কেমন করে'তে গান গেয়েছেন ইমরান। শুটিং শুরু হবে কাশ্মীরের লোকেশানে। গানটির ভিডিও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক ঋষি রায়চৌধুরি। পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের এই গানটিতে অভিনয় করছেন স্যান্ডি রং ও দিশা। পরিচালক ঋষি রায়চৌধুরি জানান, ইমরানের গানে এপারবাংলার অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করবে। পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের এই গানটির শুটিং হবে কাশ্মীরের আউটডোর লোকেশানে। ইমরান বাংলাদেশের একজন সুপারস্টার সিঙ্গার, আশা করছি এই নতুন গানটা দর্শকদের খুব মনে ধরবে। গানটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন লিনকন। গানটি মুক্তি পাবে প্রযোজক আদির প্রযোজনাতে। গানটির পরিচালনার সঙ্গে কোরিওগ্রাফি করছেন স্বয়ং পরিচালক ঋষি রায়চৌধুরি। গানটির সিনেমাটোগ্রাফি করছেন আবীর দত্ত। গায়ক ইমরান জানান, ইন্ডিয়ার প্রোডাকশনের সঙ্গে এটা আমার কাজ। পরিচালক ঋষির সঙ্গে আমার প্রথম কাজ, আশা করছি খুব ভালো হবে কাজটা। এর আগে লিনকনের সঙ্গে অনেক কাজ হয়েছে। গানটার সুর অনবদ্য, খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে এই গান।

জুটি বাঁধছে ঋষভ ও ঐশ্বর্য

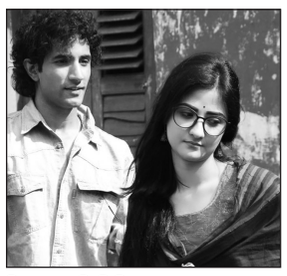

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে একসঙ্গে জুটি বাঁধছে অভিনেতা ঋষভ বসু ও অভিনেত্রী ঐশ্বর্য সেন। প্রকাশ্যে এল সেই ওয়েব ছবির অফিসিয়াল পোস্টার। ছবির নাম একলা ঘর। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে পরিচালক সৌম্যজিত আদক। পুরোপুরি প্রেমের গল্পে ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা ঋষভকে। সঙ্গে ঐশ্বর্য সেন। এখানে নব্বই দশকের নস্টালজিয়াকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালক সৌম্যজিত আদক জানান, পৃথিবীর সব চেয়ে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক জিনিসটি হল ভালোবাসা, নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে সারাজীবন আগলে ধরে রাখার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে, আর কখনও কখনও তাকে না পাওয়ার ব্যথায় স্মৃতি আচ্ছাদনে কাটিয়ে দেয় সারাজীবন। এমন একটা নিখাদ ভালোবাসার গল্প হল একলা ঘর। যার প্রতিটি মোড়ে রয়েছে ভালোবাসার এক পবিত্র আবরণ। ছবিতে অভিনেতা ঋষভ বসুকে দেখা যাবে অল্পানের চরিত্রে, অভিনেত্রী ঐশ্বর্য সেনকে দেখা যাবে সুপ্রিয়ার চরিত্রে, অন্যদিকে, অভিনেত্রী নিকিতা ধামিজাকে দেখা যাবে লেখিকা অন্তরার চরিত্রে। ছবিটি প্রযোজনা করেছে হোয়াইট ফেদার্স সংস্থার কর্ণধার প্রদীপ বাজাজ। ছবির অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শিঞ্জন বসু, হিয়া রায়, মৌপ্রিয়া গোস্বামী, সমর দাস, রাই দাস সহ অন্যান্যরা। পরিচালনার পাশাপাশি ছবির কাহিনী লিখেছেন সৌমজিত আদক। ছবির সংলাপ এবং দৃশ্য সজ্জায় রয়েছেন সমীর কৌশিক। ছবিতে মিউজিক দিয়েছে কৃষ্ণেন্দু রাজ আচার্য। ছবিতে গান গেয়েছেন সেঁজুতি দাস, দেবাঞ্জলি লিলি, পূর্বিতা ও জিষ্ণু। ছবির শুটিং হয়েছে কলকাতা শহরে। চলতি মাসে মোজোপ্লেক্স ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে একলা ঘর।

শঙ্কর ঘোষের দুটি বই প্রকাশ

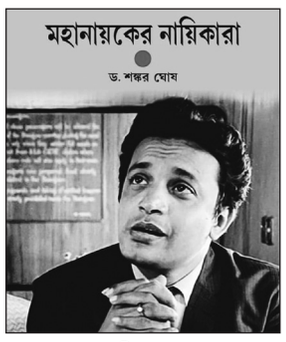

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলাতে অধ্যাপক অভিনেতা ড শঙ্কর ঘোষের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি মহানায়কের নায়িকারা। এই গ্রন্থে সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী সহ যেসব নায়িকাদের বিপরীতে মহানায়ক কাজ করেছেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশক কিশলয় প্রকাশন। বাংলা ছবির জনপ্রিয় পরিচালক বীরেশ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের দারুণ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল বিশ্ববন্দিতা সুচিত্রা সেন । গ্রন্থের প্রকাশক শশধর প্রকাশনী। এই সংস্থার তরফে পরপর তিন বছর শঙ্কর ঘোষ লিখলেন ।গত দুবছরের প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি হল বিশ্ববন্দিত ভারতরত্ন সত্যজি রায় এবং উত্তম সরণী। এবারের গ্রন্থে সুচিত্রা সেনের সম্পূর্ণ জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর লিপের গানগুলি গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন স্বর্ণযুগের স্মরণীয় অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায়। শঙ্কর ঘোষ যে সুলেখক তার পরিচয় গ্রন্থ দুটিতে প্রকাশিত। যাঁরা বাংলা ছবি নিয়ে নিয়মিত চর্চা করেন,তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ দুটির আবেদন কোনদিন ফুরোবার নয়।

নওয়া পাড়া বিশালাক্ষ্মী বালক সংঘের অনুষ্ঠান

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নওয়াপাড়া বিশালক্ষ্মী বালক সংঘের পরিচালনায় ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন ও ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও সরস্বতীপুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, যেমন খুশি আঁকো, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ও যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছিল মায়াপুর ইস্কনের নগর পরিক্রমা। নওয়াপাড়া বিশালাক্ষ্মী বালক সংঘের পরিচালনায় দুঃস্থ মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও এলাকার মানুষের যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সায়ন্তনের অঙ্গনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় বাঙ্গালপুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল সায়ন্তন সাহিত্য পত্রিকার কবিতা উৎসব। উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল 'কবি নব বিংশতি' অনুষ্ঠান। সায়ন্তন এনথেম দিয়ে উৎসব শুরু হয়। সায়ন্তন সম্পাদক চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র স্বাগত ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করেন। তন্বিষ্ঠা দাসের নৃত্য উৎসব কক্ষ মুখরিত হয়ে ওঠে। সভাপতি ড. অলোকনাথ পাঁজা উৎসবের থিম নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি কবিতা নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। কাব্য রসিকরা মুগ্ধ হন। উনত্রিশ জন কবির কবিতায় সম্বৃদ্ধ চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'সময়ের সিঁড়ি' প্রকাশ করা হয়। উনত্রিশ জন কবিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। কবি কণ্ঠ আলোচনা দিয়ে উৎসব চলে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ক্রিয়েটিভ বেঙ্গলের হাত ধরে অগ্রগতির পথে হাঁটছেন বাংলার হাজার ছয়েক হস্তশিল্পী

দেবাশিস রায়: ফাইভ–জি'র দুনিয়াতেও হস্তশিল্পীদের জয় জয়কার।আধুনিকতার উদ্দামতার মধ্যেও সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার অসংখ্য হস্তশিল্পী খুঁজে পেয়েছেন জীবনের প্রকৃত আনন্দ। টানাপোড়েনের জীবনে তাঁরা রূপ–রস–গন্ধের ছন্দে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে চলেছেন প্রতিনিয়ত। তাঁদের সেই অগ্রগতির পথের দিশা ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন'। এর হাত ধরেই বাংলার হাজার ছয়েক হস্তশিল্পী স্বাবলম্বী। এখন তাঁদের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। মাত্র বছর কয়েকের ব্যবধানেই শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখে কার্যত চমকিত বঙ্গদেশের হস্তশিল্প জগতের সঙ্গে জুড়ে থাকা বিভিন্ন মহল। বাংলার আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে নজরকাড়া হস্তশিল্পের সুবিশাল সম্ভার এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য শিল্পী। হস্তশিল্প সামগ্রীর ওপর নির্ভর করে একেকটি জায়গা বিখ্যাত। যেমন মাটির পুতুলের জন্য নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কথা প্রথম মনে পড়ে। পটচিত্র, মাদুর প্রভৃতি শিল্পের জন্য মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকা বিখ্যাত। পুরুলিয়ার চড়িদার মুখোশ সহ বাঁকুড়ার শঙ্খ, ডোকরা ও মাটির ঘোড়া, পূর্ব বর্ধমানের বনকাপাসির শোলা শিল্প এবং নতুনগ্রামের কাষ্ঠখোদাই শিল্প তো জগতবিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের কাঁথাস্টিচ শিল্পের কদর সর্বত্র। এছাড়াও পাট, কাঠ, বাঁশ, বেত, চামড়া, কাঁচ সহ নানাবিধ উপকরণ এবং ধাতুর তৈরি ঘরসাজানোর অজস্র শিল্পসামগ্রী গড়ে উঠেছে এই বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকায়। এরই পাশাপাশি ঘরে ঘরে হাতে হাতে ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক আশাক ও অলংকার, পাঁপড়, বড়ি, মশলাপাতি, আচার, মোরব্বা, মোয়া, কাসুন্দি প্রভৃতি তৈরির শিল্পও গড়ে উঠেছে। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে শৌখিন মানুষের সংখ্যাটাও

বেশ বাড়ছে। ফলে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হস্তশিল্প সামগ্রীর চাহিদাও। অনলাইন পরিষেবার দৌলতে এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দরজায় দরজায় পৌঁছেও যাচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প সামগ্রী। কিন্তু, একসময় হস্তশিল্পীদের এই সুদিন ছিল না। পরবর্তীতে রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকার কিংবা প্রশাসন কিছু কিছু হস্তশিল্প সামগ্রীর বিপণনের একটা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। বছরভর জমজমাট মেলা, প্রদর্শনীর আয়োজনও রয়েছে। তা সত্ত্বেও হস্তশিল্পীদের একটা বড়ো অংশই এখনও আর্থিক দুর্দশার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কোথাও যেন একটা সমন্বয়ের অভাবে বঞ্চনার শিকার তাঁরা। এসবের মধ্যে নিয়মের ফাঁকফোকর গলে প্রভাবশালী কয়েকজন সরকারি সুবিধার ক্ষীরটুকু সাবাড় করে দিতে তৎপর বলে হস্তশিল্পীদেরই একাংশের গুরুতর অভিযোগ। এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের অবহেলিত, বঞ্চিত ও হতাশ হস্তশিল্পীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে উদ্যোগী হন কলকাতার দমদম নিবাসী রাজর্ষি দাস। মাঝবয়সী এই তরুণ উদ্যোগপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৯ সালে ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা–সভাপতি রাজর্ষি দাসের দেখানো পথেই হেঁটে বর্তমানে বাংলার হাজার ছয়েক হস্তশিল্পী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় তাঁদের পরিবারগুলি আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে বছরভর বিভিন্ন মেলা এবং উৎসব উপলক্ষ্যে 'সোনাঝুড়ি হাট' বসাতে উদ্যোগী হয় 'ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন'। এমনকি, রাজ্যের বাইরেও এই হাট বসে। অদূর ভবিষ্যতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও 'সোনাঝুড়ি হাট' বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির। মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রের হস্তশিল্পী সহ তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিক্রিবাট্টা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই 'সোনাঝুড়ি হাট'–এর উদ্যোগ। গত সপ্তাহে হুগলির আরামবাগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের পর এই হাট বসেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এলাকায়। পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রাজাপুর ভাতশালা ধীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত চারদিনের জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি, যাত্রা উৎসব এবং হস্তশিল্প মেলাতেও 'সোনাঝুড়ি হাট' বসেছিল। রাজাপুরের কৃতী সন্তান মতিলাল রায় ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রবাদপ্রতীম যাত্রা পালাকার এবং অভিনেতা। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই প্রতি বছর এই

উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব কমিটির আহ্বায়ক তথা পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক বলেন, ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন। তাঁর উদ্যোগে এবারই প্রথম উৎসব প্রাঙ্গনে 'সোনাঝুড়ি হাট' বসে।ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন'–এর পক্ষে পূর্ব মেদিনীপুরের মুরাদপুরের পটচিত্র শিল্পী কওসের আলি পটিদার, হাওড়ার কোনা নিবাসী প্রৌঢ় অলংকার শিল্পী কাকলী দাস প্রমুখ নিজেকে 'সোনাঝুড়ি হাট' পরিবারের একেকজন দায়িত্বপূর্ণ সদস্য রূপে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তাঁদের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি।সংস্থার ডিস্ট্রিক্ট কো–অর্ডিনেটর তথা মুর্শিদাবাদের বহরমপুর নিবাসী কাঁথাস্টিচ শিল্পী সোনালী কর বলেন, প্রতিটি শিল্পীকেই নিয়েই আমাদের এই পরিবার।সবসময় তাঁদের সুখ–দুঃখের সবকিছুই আমরা ভাগ করে নিই।আমরা সকলেই বেশ খুশি।সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা রাজর্ষি দাস মঙ্গলবার বিকেলে যাত্রা উসব প্রাঙ্গনে হস্তশিল্পীদের স্টলগুলি ঘুরে দেখার ফাঁকেই আলিপুর বার্তা' পত্রিকাকে জানাচ্ছিলেন তাঁদের উত্থানের নানান কথা।তিনি বলেন, ২০১৯ সালে ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার পর ২০২০ সালে ৯ অক্টোবর প্রথম সোনাঝুড়ি হাট' বসেছিল কলকাতার বুকে কেষ্টপুর মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ প্রাঙ্গনে।তারপর থেকে এপর্যন্ত ৪২ তম উদ্যোগ।এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লি–গুরগাঁওতে বাংলা মেলায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি মালদার তিনশো বিশ মোড়ে সোনাঝুড়ি হাট' বসবে। ৪–৭ মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার সামালিতে বিবেক নিকেতনে আয়োজিত বাউল উৎসব উপলক্ষ্যেও সোনাঝুড়ি হাট' থাকছে।

এখানেই কিছুদিনের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে শনি এবং রবিবার সোনাঝুড়ি হাট' বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে এই বাংলার হাজার দুয়েক হস্তশিল্পী প্রত্যক্ষভাবে এবং হাজার চারেক হস্তশিল্পী পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন।গর্ব করে বলতে পারি বিভিন্ন প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই সোনাঝুড়ি হাট' থেকে আমাদের প্রত্যেকজন হস্তশিল্পী স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। এছাড়াও যে সকল হস্তশিল্পী আমাদের সঙ্গে থেকে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগোতে চান তাঁদেরও আমাদের এই পরিবারে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের একটাই লক্ষ

আঁতস কাঁচে

জয়হীন বাগান

৪ ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ২-১ গোলে হেরে যায় এটিকে মোহনবাগান। ফলে, চার থেকে পাঁচ নম্বরে নেমে যায় দল। ৯ ফেব্রুয়ারি অ্যাওয়ে ম্যাচেও জামশেদপুরের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড।

মশাল জ্বলল না

কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে চমক দিলেও ৮ ফেব্রুয়ারি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও জয় আনতে পারল না লাল হলুদ ব্রিগেড। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩-৩ গোলে ড্র করে কনস্ট্যানটাইনের ছেলেরা। তবে ক্লেইটন সিলভা আইএসএলে ১২ গোল করে রয়েছে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে।

পাকিস্তানে নয়

বাহরিনে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি জয় শাহ তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান নাজম শেঠিকে। কোথায় হবে, তা অবশ্য চূড়ান্ত করা হয়নি। মার্চ মাসে দ্বিতীয় বৈঠকে চূড়ান্ত ভেন্যুর নাম জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে দুই দেশের কথা জানানো হয়েছে, যারমধ্যে প্রথম নাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বিকল্পে রয়েছে শ্রীলঙ্কা।

ফিঞ্চের অবসর

টেস্টে ও ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের একবছর আগেই নিয়ে নিয়েছিলেন। এবার আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা জানিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যারন ফিঞ্চ। অবসর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যেহেতু আমি ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে পারব না, এটাই অবসর নেওয়ার সঠিক সময়।

সন্তোষ রিয়াধে

সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য সৌদি আরবের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ১ থেকে ৪ মার্চ রিয়াধের ঝাঁ চকচকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামেই এবার সন্তোষ ট্রফির শেষ দুই পর্বের খেলা হবে। বাংলা দল এরমধ্যেই মূলপর্ব খেলতে এখন ভুবনেশ্বর। এবারের সন্তোষের মূলপর্বে গ্রুফ অফ ডেথ জোনে আছে বাংলা।

অশ্বিনের ৪৫০

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেই ৪৫০ উইকেটের মাইলস্টোন টপকে গেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ম্যাচের হিসেবে মুথাইয়া মুরলিধরনের পর দ্বিতীয় দ্রুততম বোলার হিসেবে টেস্টে ৪৫০তম উইকেটের মাইল ফলকের দেখা পেলেন তিনি। অশ্বিন একই মাইল ফলকের দেখা পেলেন নিজের ৮৯তম টেস্টে। শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কেরিয়ারের ৮০তম টেস্টে ৪৫০তম উইকেট পেয়েছিলেন। অনিল কুম্বলের পর ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। অনিল কুম্বলে এই মাইলস্টোন ছুঁতে খেলেছিলেন ৯৩ ম্যাচ।

যা রটেছিল, তা ঘটেওছিল শ্রীধরের লেখায় সত্যি ফাঁস

দল দু'ভাগ, রোহিত শিবির আর বিরাট শিবির টিম ইন্ডিয়ার ভাঙন রুখেছিলেন রবি শাস্ত্রী

সুমনা মণ্ডল

যতটা রটে তার কিছু তো ঘটে! রোহিত বনাম বিরাট দ্বন্দ্ব নিয়ে সমাজ মাধ্যমে কম চর্চা হয়নি! তবে এর সত্যতা নিয়ে সংশয় ছিলই। থাকাটাই স্বাভাবিক। একবার দেখা গেছে দু'জন দু'জনকে সমাজ মাধ্যমে আনফলো করছেন। আবার কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে একে অন্যের প্রশংসা করছেন। এই সবকিছুই নাকি ঘটেছিল, তা এতদিনে প্রকাশ্যে আনলেন আর শ্রীধর।

ভারতের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইয়ে এইসব কথাই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন কীভাবে রোহিত ও কোহলির মধ্যে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছিল, কীভাবে ভারতীয় ড্রেসিংরুম কোহলি শিবির- রোহিত শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আবার পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগে তৎকালীন প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী কীভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন। আর শ্রীধর তার 'কোচিং বিয়ন্ড' বইয়ে লিখেছেন, ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে আমাদের দলের হারের পর মিডিয়ায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে। আমাদের জানানো হয়েছিল যে সেখানে একটি রোহিত শিবির এবং একটি বিরাট শিবির ছিল, যারা একে অন্যকে সমাজ মাধ্যমে আনফলো করেছে - এ ধরনের পরিস্থিতি চলতে দিলে দলের ভেতরেই অস্থিরতা বাড়তো।' সেই দ্বন্দ্ব মেটাতে এগিয়ে আসতে হয় তৎকালীন প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রীকে। দলের স্বার্থে দুই সিনিয়র ক্রিকেটারকে, সব ঝামেলা মেটানোর অনুরোধ করেন তিনি। এ বিষয়ে শ্রীধর লেখেন, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার দিন দশেক পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি২০ সিরিজ খেলতে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখি। সেখানে পৌঁছে শাস্ত্রী প্রথমেই বিরাট আর রোহিতকে নিজের রুমে ডেকে বলেন, ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ভালো চাইলে তোমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। সমাজ মাধ্যমে যাই ঘটুক, কোনও ব্যাপার না। তবে যেহেতু তোমরা দলের সবচেয়ে সিনিয়র দুই ক্রিকেটার, এগুলো বন্ধের বিকল্প নেই। আমি চাই তোমরা এগুলো পেছনে ফেলে দলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও।' এরপর অবশ্য দুই ক্রিকেটার নিজেদের দূরত্ব কমিয়ে নেন। একে অন্যের প্রশংসাও করেন। শেষ ১০ বছরে আইসিসি ইভেন্টে ট্রফি ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়নি ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের। প্রায় প্রতি টুর্নামেন্টেই ফেভারিট হিসেবে অংশগ্রহণ করে, সঙ্গী হয়েছে হতাশা। একে অপরের প্রতি বেড়েছে ক্ষোভ। এ'বছর আবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ জয় করতে পারেন কিনা রোহিত-বিরাট, তাই এখন দেখার।

প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে বাংলার মহিলা ফুটবলের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠছে কানমারী আকাডেমি

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরবন এলাকার এক প্রত্যন্ত গ্রাম। বন্যার সময় মাথা গাঁজার ঠাঁই খুঁজতে হতে হয় ভিটে-মাটি ছাড়া। দু'বেলা পেট ভরানোটাই যেখায়ে দায়, সেখানে পুষ্টিকর শব্দটি হয়তো তাদের অভিধানেই নেই। মাঠের অভাব, পরিকাঠামো ভাঙা-চোরা বললেও হয়তো বেশি বলা হবে। ঠিক এরকম একটা জায়গায় ফুটবল খেলার কথা তো লোকে ভাবতেই পারে না। তাও কি না মেয়েরা!

হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও, এটাই সত্যি। তাও আবার এক-আধজন নয়, এলাকার বহু ছোট্ট মেয়ে হাজারও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে হাসি মুখে আঁকড়ে ধরে রয়েছে ফুটবলকে। তাদের জন্য গড়ে উঠেছে একটি আকাডেমিও। কানমারী সোশাল কেয়ার ফুটবল আকাডেমির তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রায় ৬৫-৭০ জন মেয়ে এখানে ফুটবল চর্চা করে। দু-তিনজন এই আকাডেমি থেকে তো এবার সদ্য সমাপ্ত কন্যাশ্রী কাপে খেলারও সুযোগ পেয়েছিল। তবে এবার ফুটবল বৃত্তের পরিধিটা বাড়ানোর পালা।

কানমারী মোহনবাগান ক্লাবের এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে আগেই হাত বাড়িয়েছে বেনিয়ান ট্রি গ্রুপ। জার্সি, ফুটবল সহ যাবতীয় প্রয়োজনী ক্রীড়া সামগ্রী খেলোয়াড়দের প্রায় বছর তিনেক ধরে প্রদান করছেন সংস্থার কর্ণধার প্রবীর রায়চৌধুরী। শনিবার নোনামাটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এসে তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে এরা যেভাবে ফুটবলকে নিজেদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বানিয়ে ফেলেছে, তা সত্যিই গর্বের। এদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। আমার পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব এদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, আগামী দিনেও করব।'

সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এদিন আরও একটা ধাপ উঠল কানমারীর ফুটবল আকাডেমি। কারণ, এবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবও তাদের পাশে এসে দাঁড়াল এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। আগামী বছর যাতে কানমারী মোহনবাগান ক্লাব নিজেদের একটা দল নিয়ে কন্যাশ্রী কাপে অংশ নিতে পারে, সেই বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করবে সিএসজিসি। যা শুনে প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, এখানে মাঠের অভাব। ঘাসের মাঠ নেই। তাই চেষ্টা করব আগামী দিনে এই মেয়েদের থেকেই ২০-২২ জন বাছাই করে কলকাতার কোনও ভালো মাঠে যাতে তারা সপ্তাহে অন্তত দু'দিন অনুশীলন করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করব। ওদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্বও আমার।' এদিন প্রতিযোগিতা শুরুর আগে খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হয় চারটি ফুটবল এবং জার্সি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের তিন ফুটবলার শৌভিক চক্রবর্তী, শুভম সেন এবং তুহিন দাস। তাঁরাও কচিকাঁচাদের উদ্বুদ্ধ করে যান।

কানমারী মোহনবাগান ক্লাবের এক কর্তা বলেন, এই মেয়েরা দু'বেলা পেট ভরে খেতেই পারে না। ফুটবল খেলতে গেলে যে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন, সেটা এরা পাবে কোথা থেকে? ঠিক মতো একটা খেলার মাঠও নেই। আসলে একটা সময় এরা রাস্তায় বসে সারাক্ষণ মোবাইলে ডুবে থাকত। সেখান থেকে এদের মাঠে নেশায় মাতানো হয়েছে। তাও অনেক সমস্যা আছে। কেউ একটু ভালো খেললেও, বেসি দূর যাওয়ার উপায় থাকে না। কারণ, ১৪-১৫ বছর বয়স হলেই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।'

ভালো কিছু করার সদিচ্ছা থাকলে, তা যে সত্যিই বাস্তবায়িত করা যায়, তার প্রমাণও দিয়ে দিল সিএসজিসি। কালক্ষেপ না করে দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা শুরু করে দেয় কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। ফলস্বরূপ, এই ঘটনা জানতে পেরেই প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস কানমারী ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের ফুটবল খেলায় বেশি করে উসাহ দিতে এবং সাহায্য করতে এবার তাদের পাশে দাঁড়ালেন বাংলার ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা এই ফরোয়ার্ড। বর্তমানে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ফুটবল সচিব দীপেন্দু। একটা সময় দাপটের সঙ্গে খেলেছেন ময়দানের তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানে। জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন ভারতের জাতীয় ফুটবল দলেরও। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর মহামেডান টেকনিক্যাল ডিরেক্টর (টিডি) হিসাবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে দীপেন্দুর। এবার তিনি কাজ করবেন কানমারী ফুটবল ক্লাবের টিডি হিসাবে। বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট এরকম একজন খেলোয়াড় কানমারী ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, স্বাভাবিক খুশির হাওয়া সন্দেশখালি এলাকায়। দীপেন্দু জানান, অতীতেও আমি সুন্দরবন অঞ্চলের ফুটবল নিয়ে কিছু কাজ করেছি। ওই সব অঞ্চলে প্রতিভার কোনও খামতি নেই। গ্রামের এক অখ্যাত ফুটবল ক্যাম্পকে হাত ধরে টেনে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে সিএসজিসি, এটা শুনে খুব ভালো লাগছে। কানমারীর মহিলা ফুটবলারদের সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করবেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। আমিও ওদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে চাই।'

কী হবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের ভবিষ্যত

সৌরভ মনে করেন, টিঁকবে না এত লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যাঙের ছাতার মতোই গজিয়ে উঠছে একের পর এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। প্রায় প্রতি দেশেই এখন শুরু হয়েছে এই ট্রেন্ড। শুরুতে বেশ জনপ্রিয়ও হচ্ছে এইসব লিগ। টাকার হাতছানি রয়েছে, অল্প সময়ে বিনোদন আসছে, ক্রিকেটাররা খুব তাড়াতাড়ি ফোকাসে আসতে পারছেন, এই সবই দ্রুত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের রমরমা বাড়ছে। তবে এই সব লিগের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য, কিছুদিন পর অর্থনৈতিকভাবে শক্তপোক্ত জায়গায় থাকা গুটিকয়েক লিগই টিকে থাকবে। বাকিগুলি হারিয়ে যাবে। ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশ লিগও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংল্যান্ডে চালু হয়েছে দ্য হান্ড্রেড'এর মতো প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান দেশ, এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতেও চালু হয়েছে বা হচ্ছে টি২০ ক্রিকেট লিগ। এমনকী ভারতেও শুরু হতে চলেছে মেয়েদের টি২০ ক্রিকেট লিগ। স্পোর্টসস্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বের নানাপ্রান্তে হতে থাকা এইসব লিগগুলি নিয়ে কথা বলি। আইপিএল একদমই আলাদা। অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশ ভালো চলেছে। ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড জনপ্রিয় হয়েছে। শুনেছি দক্ষিণ আফ্রিকার লিগ'ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।' এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলি কেন বাকিদের থেকে এগিয়ে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, যে দেশে এই লিগগুলি হচ্ছে সেখানে আগে থেকেই ক্রিকেট যথেষ্ট জনপ্রিয়। আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটা লিগই টিঁকে থাকবে। আমি জানি কোন কোন লিগ থাকতে পারে।' এরপর বলেন, কিছু কিছু (লিগ) থাকবে আর নির্দিষ্ট কিছু লিগ শেষ হয়ে যাবে। খেলোয়াড়রা বুঝতে পারবে কোন কোন লিগ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।' ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলি খেলার জন্য অনেক সময়ই শোনা যায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে এড়িয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। সৌরভ মনে করেন, এখন প্রবণতা বাড়লেও, পরে নিশ্চয়ই দেশের খেলাই যে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝে যাবেন ক্রিকেটাররা। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সব ক্রিকেটার নতুন নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের অংশ হওয়ার জন্য দৌড়োচ্ছেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা ক্রিকেটাররা বুঝে যাবেন। লিগ ক্রিকেটের থেকে দেশের হয়ে খেলাই অগ্রাধিকার পাবে তখন।'

সিরিজে ৩ ম্যাচ জিতলেই ফাইনাল নিশ্চিত ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল কি খেলতে পারবে টিম ইন্ডিয়া! যুযুধান দুই দেশের লড়াইয়ে বর্ডার গাভাসকর সিরিজ আলাদা মাত্রা পেয়েছে এই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ছাড়পত্র আদায়ের জন্যই। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ ও ২ নম্বর দল এখন অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়েও রয়েছে এই দুই দল পাশাপাশি। তবে কেউই এখনও ছাড়পত্র পায়নি। তবে অস্ট্রেলিয়া অনেকটাই বিপদমুক্ত। সব হিসেব পাল্টে না যাওয়া পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল খেলছেই। অসিরা যদি ভারতের বিরুদ্ধে সব টেস্ট হেরে যায়, শ্রীলঙ্কা যদি সব টেস্ট জিতে যায় তাহলেই ছবিটা বদলালেও বদলাতে পারে। নাহলে নয়। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্টের শতাংশ ৭৫.৫৬। সেখানে দ্বিতীয়স্থানে থাকা ভারতের শতাংশ ৫৮.৯৩। তিনে শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশ ৫৩.৩৩। আর চার নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্টের শতাংশ ৪৮.৭২।এরমধ্যেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপের দিনক্ষণও ঘোষণা হয়ে গেছে। আইসিসি জানিয়েছে ৭ জুন ওভালে শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এই ম্যাচ ৫ দিনে গড়ালে খেলা চলবে ১১ জুন পর্যন্ত। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে ১২ জুন রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। ২০২১ সালে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হয়েছিল সাউদাম্পটনে। সেই ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় নিউজিল্যান্ড। এবার এখনও ভারতীয় দলের ফাইনাল খেলা নিশ্চিত হয়নি। ফাইনালের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য দুটি সহজ অঙ্ক রয়েছে ভারতের সামনে। একনম্বর, ভারত যদি অস্ট্রেলিয়াকে ৪-০, ৩-১ বা ৩-০ ব্যবধানে হারায় তা হলে ফাইনাল খেলা নিশ্চিত রোহিতদের। দ্বিতীয় অঙ্কটা মেলাতে গেলে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। যদি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রোহিতরা সিরিজ ২-২ ড্র করেন ও শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারায় তা হলে ভারত ফাইনালে উঠতে পারবে না। আবার যদি ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ ১-১ ড্র করে আবার দক্ষিণ আফ্রিকা ২-০ ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায় তা হলেও ভারতের কপালে দুঃখ আছে। আর ভারত যদি হেরে যায় সিরিজ, তাহলে শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

উত্তর মেরুর পথে নৈহাটির সত্তরের যুবক করুণাপ্রসাদ

মলয় সুর : অবসর মানেই সব শেষ নয়। বরং এ এক নতুন অধ্যায় শুরু। ইচ্ছা থাকলে বয়স কোনও বাধা নয়। তা প্রমাণ করেই সত্তর বছর বয়সে উত্তরমেরু অভিযানে যাচ্ছেন নৈহাটির বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মী করুণা প্রসাদ মিত্র। যদিও এলাকার মানুষ তাঁকে পল্টু নামেই চেনেন। তবে এই অভিযানে করুণাপ্রসাদ একা নন। এই অভিযানে তার সঙ্গী আরও তিনজন। রয়েছেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ঢাকুরিয়ার বছর সত্তরের এক যুবক। আছেন বছর চৌষট্টির এক প্রৌঢ়ও। আর এক সঙ্গী পল্টু বাবুর মতোই অবিবাহিত এক যুবক। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি

তাঁরা নরওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। ফিনল্যান্ড ছুঁয়ে পৌঁছবেন আইসল্যান্ডে। সেখান থেকে উত্তর গোলার্ধের সর্বশেষ অঞ্চল নর্ডকাপ অভিমুখে যাত্রা করবেন। ২৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধের হিমশীতল অঞ্চলে তাঁরা কাটাবেন। পল্টুবাবু সংগীত চর্চার পাশাপাশি জিমে শরীরচর্চা করতেন। এরপর ১৯৮২ সাল থেকে পর্বতারোহনের সঙ্গে যুক্ত হন। শনিবার কলকাতার প্রেস কনফারেন্সে তিনি জানান ১৯৮২তে মানালিতে পর্বতারোহণের বেসিক কোর্স করেন। পেশায় ছিলেন নৈহাটি পুরসভার কালেকশন বিভাগের কর্মী। এরই ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাহাড়ে ছুটে গিয়েছেন। বহু শৃঙ্গে আরোহন করেছেন। তিনি ২০১৬ সালে জয় করেছেন ইউরোপ মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস। ২০১৭তে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোসিয়াস্ক এবং ২০১৯এ আফ্রিকা মহাদেশের মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪৫টি উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ অভিযান করেন। এবার নতুন স্বপ্ন সুমেরু জয়। অভিযানের নাম দিয়েছেন '৭০-এ উত্তরে'। কিন্তু অতিমারির জন্য দু'বছর অভিযান বন্ধ ছিল। এ বছর আর সেরকম কোন বাধা নেই। তাই দেরি করতে চাইছেন না তাঁরা। তাঁরা ১৩ ফেব্রুয়ারি- ৬ মার্চ বরফের দেশে কাটাবেন চারজন। সেখানে ইগলুদের তাঁবুতে রাত কাটাবেন। প্রত্যেকের খরচ ধার্য হয়েছে চার লাখ টাকা।

ছবি অরুণ লোধ

হিন্দমোটরে রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতা ২৮ ও ২০ জানুয়ারি দু'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল হুগলির হিন্দমোটরে দীনেন স্মৃতি ভবনে। এতে বিভিন্ন জেলা ও ক্লাব থেকে ২০৮ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে । সহযোগিতায় ছিল হিন্দমোটর চেজ লাভারস অ্যাসোসিয়েশন। সারা বাংলা দাবা সংস্থা পরিচালিত ৮ রাউন্ডের প্রতিটিতে জিতে চ্যাম্পিয়ন হল ১১ বছরের নিলাদ্রী ব্যানার্জী। সে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দশ হাজার টাকা পায়। তার বাড়ি হাওড়ার বালিতে। বয়সে বড়দের অনায়াসে ধরাশায়ী করেছে নিলাদ্রী। দ্বিতীয় হয়ে উত্তর চব্বিশ রগনার শুভায়ন কুণ্ডু আর্থিক পুরস্কার ৭ হাজার টাকা পায়। তৃতীয় হুগলির বাসক বিশাল। সে ৫ হাজার টাকা পায়।

প্রতিযোগিতার শেষে সবার হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলার প্রথম গ্রান্ডমাস্টার ও সারা বাংলা দাবা সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া। এদিন সংগঠনের সম্পাদক অসিত বরণ চৌধুরী বলেন, এই

প্রতিযোগিতা থেকে বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে হিমাচল প্রদেশে ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি অংশগ্রহণ করবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com